সাধুসাধ্বীর পর্বচক্র

বিশেষ ব্যবস্থা

জানুয়ারী

২রা জানুয়ারী

মহাপ্রাণ সাধু বাসিল ও নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরি
বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৩:১৫,১৬-১৭,১৯-২১**

দু'টো দেহ, একমাত্র আত্মা

সেসময়ে আমরা এথেন্সে ছিলাম: শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষায় একই মাতৃভূমি ছেড়ে আমরা জলস্রোতেরই মত নানা অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম; এখন আমরা পুনরায় একসঙ্গে ছিলাম, আমাদের নিজেদের চুক্তির ফলেই যেন, কিন্তু আসলে ঐশসিদ্ধান্তেরই ফলে।

সেসময়ে আমি আমার মহাপ্রাণ বাসিলের চালচলনের গাম্ভীর্য ও তাঁর কথোপকথনের পরিপক্কতা ও সুবুদ্ধি দেখে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব করতাম, আর শুধু তা নয়, যারা তাঁকে চিনত না, তাঁকে সেইমত শ্রদ্ধা করতে তাদেরও অনুপ্রেরণা দিতাম। তবু অনেকে আগে থেকেই তাঁকে ভালভাবে চিনতে ও শুনতে পেয়েছিল বিধায় ইতিমধ্যে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করত। এর ফলাফল কী? ফলাফল এটি ছিল যে, যারা শিক্ষালাভের জন্য এথেন্সে আসছিল, তাদের মধ্যে কেবল তিনিই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত ছিলেন, কেননা এমন সম্মান অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর স্থান সাধারণ শিষ্যদের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বেই ছিল। এ আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত; এ আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আকর্ষণ; তাতে দু'জনেই একে অন্যের প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে লাগলাম।

সময় অতিবাহিত হলে আমরা যখন একে অন্যের কাছে আমাদের নিজেদের চিন্তা-ভাবনা জানিয়ে বুঝতে পারলাম যে, প্রজ্ঞার ভালবাসাই ছিল দু'জনের অন্বেষা, তখন একজন অপরজনের জন্য সবই হয়ে উঠলাম: বন্ধু, সহযোগী, ভাই। একই সর্বোত্তমের প্রতি প্রয়াসী ছিলাম, দিনে দিনে বৃদ্ধিশীল আগ্রহ ও গভীরতার সঙ্গে আমাদের সেই একই লক্ষ্য পালন করতাম।

আমাদের চালিত করত একই জানার আগ্রহ, যা সাধারণত সবকিছুর চেয়ে হিংসাপরায়ণ বস্তু; তবুও আমাদের মধ্যে কোন হিংসা ছিল না, প্রতিযোগিতাই বরং ছিল সম্মানের বস্তু। আমাদের প্রতিযোগিতা এরূপ ছিল: কে প্রথম হতে পারবে, তা নয়; কিন্তু কে অপরকেই প্রথম হতে দেবে।

মনে হচ্ছিল দু'টো দেহে যেন একমাত্র আত্মা। যদিও তাদেরই কথা বিশ্বাস করতে নেই যারা বলে সবকিছু সকলের মধ্যে বিরাজিত, তবু আমাদের বেলায় আমরা নির্দ্বিধায় বিশ্বাসযোগ্য, কেননা সত্যিকারেই একজন অপরজনের মধ্যে ও সঙ্গে ছিলাম। দু'জনের কাজ ও একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল পুণ্যের অর্জন: ভাবী প্রত্যাশায় আকৃষ্ট হয়ে জীবনযাপন করা, এ বর্তমান জীবন থেকে চলে যাওয়ার আগেও এসংসারে প্রবাসীর মতই যেন আচার-আচরণ করা—এ ছিল আমাদের স্বপ্ন। এজন্যই তো আমরা আমাদের জীবনাচরণে ঐশপ্রজ্ঞা-পথ ধরে চলতাম ও পুণ্যের প্রেমের দিকে একে অপরকে প্রেরণা দিতাম। আর যখন আমি একথা বলি যে, এক একজন অপরের জন্য ছিলাম ভাল-মন্দ নির্ণয় ও বিচারমান, তখন কেউই যেন আমাদের উপর অযথা গর্ব আরোপ না করে।

অনেকে বংশসূত্রেই উপাধি পায়, অথবা আপন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম ও মহাকীর্তির মধ্য দিয়ে তা লাভ করে; কিন্তু আমাদের বেলায় মহা বাস্তবতা ও মহাগর্ব এটি ছিল: খ্রীষ্টান হওয়া ও তা-ই বলে অভিহিত হওয়া।

শ্লোক দা ২:২১-২২; ১ করি ১২:১১ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর প্রজ্ঞাবানদের প্রজ্ঞা দান করেন, জ্ঞানবানদের জ্ঞান মঞ্জুর করেন; তিনি গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন:

উ তাঁর কাছ থেকেই আলো আগত।

প্র এই সকল কর্মক্রিয়া সেই একমাত্র ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন:

উ তাঁর কাছ থেকেই আলো আগত।

৩রা জানুয়ারী

'যীশু' পবিত্রতম নাম

দ্বিতীয় পাঠ - সিয়েনার সাধু বার্নাডিনের উপদেশাবলি **যীশুনাম, উপদেশ ৪৯**

যীশু-নামই বিশ্বাসের মহৎ ভিত্তি

এটিই সেই পবিত্রতম নাম, যে নাম প্রাচীনকালে ছিল পিতৃপুরুষদের আকাঙ্ক্ষিত, কতই না প্রবল বাসনায় প্রত্যাশিত, কতই না দীর্ঘ নিশ্বাসে ও অশ্রুজলে আহূত, কিন্তু এই অনুগ্রহকালে হল দয়ার সঙ্গে অর্পিত। প্রতাপ-নাম মুছে যাক, প্রতিশোধ-নামটাও আর শোনা না যাক, কেবল ধর্মময়তা-নামটি থেকে যাক। আমাদের প্রদান কর দয়াই-নাম, আমার কানে বাজতে থাকুক যীশু-নাম, কেননা তখনই তোমার কণ্ঠ হবে সত্যিই মধুর, তোমার শ্রীমুখ মনোহর।

তাই যীশু-নাম হল বিশ্বাসের মহৎ ভিত্তি, যেহেতু সেই নামটিই আমাদের ঈশ্বরের সন্তান করে তোলে। আর আসলে কাথলিক ধর্মের বিশ্বাস যীশুখ্রীষ্ট-জ্ঞানে ও তাঁর আলোতে নিহিত, কেননা তিনি হলেন প্রাণের আলো, জীবনের দ্বার, শাশ্বত পরিত্রাণের ভিত। যে কেউ তেমন কিছুর অভাবী কিংবা যে কেউ তেমন কিছু হারিয়ে ফেলেছে, সে কেমন যেন আলো ছাড়াই অন্ধকারে চলে কিংবা চোখ বুজেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ায়; আর মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, তবু সে অন্ধ চালকেরই অনুসরণ করে যতদিন স্বর্গীয় রহস্যগুলি উপলব্ধি করার জন্য নিজের বুদ্ধির পিছনে চলে, ঠিক এমন মানুষের মত যে ভিত্তি অবহেলা ক'রে ঘর নির্মাণ করতে চায় কিংবা দরজা তৈরি না করে ছাদের ভিতর দিয়ে ঢুকতে চায়।

অতএব, ভিত্তিটা হলেন স্বয়ং যীশু; তিনিই সেই আলো ও সেই দরজা, কেননা তিনিই ভ্রান্তপথগামীদের কাছে নিজেকে পথ বলে প্রকাশ করে সকলকে দেখালেন সেই বিশ্বাসের আলো যা দিয়ে অজ্ঞাত ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করা যায়, অনুসন্ধান করে তাঁকে বিশ্বাস করা যায়, ও বিশ্বাস করে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই ভিত্তিই মণ্ডলীকে সঞ্জীবিত রাখে, যে মণ্ডলী যীশু-নামেই গড়া।

যীশুনামই প্রচারকদের দীপ্তি, কারণ সেই দীপ্তিতে ঐশবাণী-প্রচার ও বাণী-শ্রবণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমাকে বল, তেমন মহান, দ্রুত ও উদ্দীপ্ত বিশ্বাসের আলো কোথা থেকেই বা সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করল, যদি না যীশুনাম প্রচারিত হয়েছে? ঈশ্বর এ নামের দীপ্তি ও সুস্বাদ দ্বারাই কি *তাঁর অপরূপ আলোতে আমাদের আহ্বান করেননি?* যারা আলোপ্রাপ্ত হয়েছে ও এ আলোতে আলো দেখে, তাদের কাছে প্রেরিতদূত সঙ্গতভাবেই বলেন: *যদিও একসময় তোমরা অন্ধকার ছিলে, এখন কিন্তু তোমরা প্রভুতে আলো: সুতরাং আলোর সন্তানের মত চল।*

আহা, গৌরবময় নাম! অনুগ্রহদানকারী নাম! ভক্তিসঞ্চারী ও সদ্‌গুণমণ্ডিত নাম! তোমার দ্বারাই যত অপরাধের মার্জনা, তোমার দ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জয়লাভ, তোমার দ্বারাই অসুস্থ মানুষ আরোগ্য পায়, তোমার দ্বারাই দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ বলবান হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে! তুমিই বিশ্বাসীদের সম্মান, তুমিই প্রচারকদের গুরু, তুমিই সাধকদের শক্তি, তুমিই শ্রান্তদের নির্ভর। তোমার অগ্নিময় উদ্দীপনা ও উত্তাপে কামনা-বাসনা প্রজ্বলিত

হয়, যা যাচনা করা হয় তা মঞ্জুর করা হয়, ভক্তিপূর্ণ প্রাণ মেতে ওঠে এবং তোমার মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় গৌরবে বিজয়ভূষিত সকলে গৌরবান্বিত হয়। হে মধুময় যীশু, তোমার এই পবিত্রতম নাম দ্বারা এই বর প্রদান কর, আমরাও যেন তাঁদের সঙ্গে রাজত্ব করতে পারি।

শ্লোক সাম ৫:১২; ৮৯:১৬খ-১৭ক দ্রঃ

প্র তোমার আশ্রিতজন সকলেই উৎফুল্ল হোক, তারা নিত্যই করুক আনন্দগান। তুমি তাদের রক্ষা করবে আর তারা তোমাতে উল্লাস করবে

উ যারা তোমার নাম ভালবাসে।

প্র প্রভু, তারাই তোমার শ্রীমুখের আলোতে চলবে, এবং তোমার নামে আনন্দে মেতে থাকবে সারাদিন ধরে

উ যারা তোমার নাম ভালবাসে।

৭ই জানুয়ারী

সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্ট, পুরোহিত

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু রেমণ্ড দ্য পেনাফর্টের পত্রাবলি **৬:২**

ভালবাসা ও শান্তির ঈশ্বর
তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দান করুন

যখন সেই সত্যবাণীর প্রচারক মিথ্যা না বলে সত্যিই বলেছেন যে, যারা খ্রীষ্টে ধর্মসম্মত ভাবে জীবনযাপন করতে চায় তারা সকলেই নির্যাতন ভোগ করে, তখন আমি মনে করি যে, যে কেউ *এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিপূর্ণ জীবন* যাপন করতে জানে না, বা তেমন জীবন যাপনে অবহেলা করে, সেই ছাড়া অন্য কেউই এ সাধারণ নিয়ম থেকে বঞ্চিত নয়।

কিন্তু যেন এমনটি না ঘটে যে, তোমরা সেই তাদেরই সংখ্যার মানুষ, প্রভুর কশা তাদের উপর থাকতেই যাদের ঘর শান্তশিষ্ট ও নিরাপদ: তারা সমৃদ্ধিতেই জীবন কাটায়, তবু এক নিমেষেই পাতালে নেমে যাবে! অপরদিকে, যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ও প্রীতিভাজন, সেজন্য তোমাদের শুচিতা ও ভক্তি সম্পূর্ণ সততা পর্যন্তই ঘন ঘন আঘাত দ্বারা পরিশুদ্ধ হওয়ার যোগ্য, আর শুধু তা নয়, তেমন আঘাত আবশ্যক। খড়্গ যদি সময় সময় তোমাদের দু'বার এমনকি তিনবারও আঘাত করে, এ সমস্ত কিছুও আনন্দ ও ভালবাসার চিহ্ন বলেই গণ্য করতে হবে। দুধারী খড়্গ বাইরে সংগ্রামে ও অন্তরে শঙ্কা-ভয়ে প্রকাশ পায়: তেমন শঙ্কা-ভয় তখন দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হয় যখন মন্দাত্মা প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা দ্বারা হৃদয়ের অন্তরতম স্থান অস্থির করে তোলে। তেমন সংগ্রাম তোমরা আজ পর্যন্ত যথেষ্টই জেনেছ, অন্যথা এমন প্রশংসনীয় আন্তরিক শান্তি ও স্থৈর্য্য অর্জন করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

বাইরে থেকে খড়্গের আঘাত তখনই দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ হয়, যখন মণ্ডলীর মানুষদের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এমন নির্যাতন দেখা দেয়, যেখানে সবচেয়ে গভীরতম আঘাত বন্ধুদের কাছ থেকেই আগত।

এই তো খ্রীষ্টের সেই ধন্য ও আকাঙ্ক্ষণীয় ক্রুশ, যা সেই বলীয়ান আন্দ্রিয় আনন্দপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করলেন; আর সেই মনোনীত পাত্র একথা বললেন যে, কেবল এ ক্রুশেই আমাদের গৌরববোধ করতে হবে।

সুতরাং তোমরা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধকের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখ, সেই খ্রীষ্টের দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখ যিনি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী হয়েও আপনজনদের হাতেও যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন; প্রভু যীশুর তেমন গৌরবময় পানপাত্র থেকে পান করে তোমরা সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাও যিনি আমাদের সমস্ত মঙ্গলদান মঞ্জুর করে থাকেন।

ভালবাসা ও শান্তির স্বয়ং ঈশ্বরই তোমাদের হৃদয়ে শান্তি দান করুন ও তোমাদের যাত্রাপথ দ্রুতই করুন, যাতে নিজ শ্রীমুখের আশ্রয়ে মানুষদের চাতুরি থেকে তোমাদের দূরে লুকিয়ে রাখেন, যে পর্যন্ত না সেই সম্পূর্ণতায় তোমাদের প্রবেশ করান ও স্থানান্তর করেন, যে সম্পূর্ণতায় তোমরা চিরকালের মত শান্তির সৌন্দর্যে, ভরসার

তাঁবুতে, ও প্রাচুর্যের বিশ্রামে বসবাস করবে।

শ্লোক

℣ যারা অন্ধকারে বসে ছিল, তিনি শিক্ষাদানে তাদের আলোকিত করলেন, নিজ ভালবাসার উদ্দীপনায়
℟ দুর্দশা ও শৃঙ্খল থেকে বন্দিদের মুক্ত করলেন।
℣ যারা পথভ্রষ্ট ছিল, তিনি কুপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনলেন, অত্যাচারীদের হাত থেকে দীনহীনদের রেহাই দিলেন,
℟ দুর্দশা ও শৃঙ্খল থেকে বন্দিদের মুক্ত করলেন।

১০ই জানুয়ারী

নিস্যার সাধু গ্রেগরি, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'মোশীর জীবনী'

ঈশ্বরের দর্শন পাবার আকাঙ্ক্ষা

মহান মোশী সেই সিঁড়ি একবার আরোহণ করতে গিয়ে যার শীর্ষস্থানে ঈশ্বর রয়েছেন, কখনও ক্ষান্ত হননি, ও সেই আরোহণে কোন সীমা কখনও নির্ধারণ করেননি; তিনি বরং ধাপের পর ধাপ কখনও না থেমে অবিরতই আরোহণ করতে থাকতেন, যাতে উচ্চতর একটা ধাপে পৌঁছতে পারেন। এমনকি, তত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবার পরে তিনি এমন অতৃপ্তিকর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত যে, যা সবসময় ভোগ করছিলেন তা যথেষ্ট মনে না করে ঈশ্বরের দর্শন পাবার জন্য প্রার্থনা করেন—নিজের ধারণক্ষমতা অনুসারে নয়, নিজ আকাঙ্ক্ষার বস্তু যেভাবে আছে, সেইভাবেই তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন। আমি মনে করি, দিব্য দর্শন পাবার সময়ে ঈশ্বরের এমন উদ্দীপ্ত ও মহা আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে জেগেছিল যে, তিনি যা যা উপলব্ধি করছিলেন সেই পর্যায় থেকে সেই আকাঙ্ক্ষাটি তখনও-আবৃত বিষয়ের দিকেই তাঁকে আকর্ষণ না করে পারত না: সর্বোত্তম সৌন্দর্যের প্রেমিক হওয়ায় তিনি যখন ভাবছিলেন যে, যার দর্শন পেয়েছিলেন তা তখনও-অদৃশ্য সর্বোত্তমের প্রতিমূর্তিই মাত্র ছিল, তখন প্রকৃত বিষয়টি ভোগ করতে আকাঙ্ক্ষা করছিলেন।

এটি হল সেই সাহসী জিজ্ঞাসা যা মোশী পর্বতে ব্যক্ত করলেন: তিনি দর্পণেই যেন বা দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আর নয়, মুখোমুখিই হয়ে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করতে বাসনা করছিলেন। ঐশকণ্ঠ তাঁর যাচনা মঞ্জুর করে, একইসময়ে যাচনাটি ফিরিয়ে দেয়—বাস্তবিকই ঐশকণ্ঠ স্বল্প কথায় সত্যের এমন অসীম গভীরতা প্রকাশ করে যা সম্পূর্ণরূপে অতলান্ত। অর্থাৎ কিনা ঐশকণ্ঠ তাঁর যাচনা মঞ্জুর করে ঠিকই, কিন্তু তেমন আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না, কেননা ঈশ্বরকে দেখবার পর তাঁর দেখবার আকাঙ্ক্ষা মিটে যাবে, এমনভাবে ঈশ্বরকে দেখা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, একবার ঈশ্বরের দর্শন পেয়ে চোখ সেই দর্শনে অবিরতই রত থাকে!

এ সংক্ষিপ্ত উপদেশে তুমি উত্তম জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আমার মত জানতে পেরেছ; কেননা আমি তোমার কাছে মোশীর জীবনকে এমন সিদ্ধ সাধনার আদর্শ বলে উপস্থাপন করেছি যা থেকে আমরা প্রত্যেকেই তাঁর নির্দেশবাণী অনুকরণের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত সৌন্দর্যের বিশেষ বিশেষ গুণ নিজের অন্তরে অঙ্কন করতে পারব। আর মোশী যে মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য সিদ্ধ সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছলেন, একথার প্রমাণ হল স্বয়ং ঐশকণ্ঠ; কেননা ঐশকণ্ঠ সাক্ষ্য দিয়ে বলল, *আমি তোমাকে নাম দ্বারাই জানলাম।* স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলে ঘোষণা করলেন!

উপরন্তু, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে পাপের কারণে সকল মানুষকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় করলে মোশী যখন বললেন যে, তিনি জনগণকে ছাড়া জীবিত থাকার চেয়ে জনগণের সঙ্গে মরতেই প্রীত, তখন ঈশ্বর বন্ধুর বাসনা পূরণ করার জন্যই প্রশমিত হলেন: এ সমস্ত বিষয় প্রমাণ দেয় যে, হ্যাঁ, মোশী মানব-সাধনার সর্বোচ্চ শীর্ষস্থানে পৌঁছেছিলেন।

সুতরাং, যেহেতু আমরা মানবজীবনের সাধনার সিদ্ধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা রেখেছিলাম, ও যতখানি সম্ভব তার

উত্তর পেয়েছি, সেজন্য আমাদের সামনে কেবল একটা কর্তব্যই রয়েছে, তথা তেমন আদর্শের অনুরূপ জীবন যাপন করা, ও কাহিনীর প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ শিক্ষা আমাদের জীবনে স্থানান্তর করে এমন বাসনা রাখা যাতে আমরাও ঈশ্বরের কাছে পরিচিত হতে পারি ও তাঁর বন্ধু হওয়ার যোগ্য হতে পারি।

এই তো পরমসিদ্ধি: আমরা সমস্ত রিপু বর্জন করব—কিন্তু এমন ক্রীতদাসের মত নয় যে দণ্ডের ভয়েই তা বর্জন করে; আরও, আমরা পুণ্যের আলিঙ্গন করব—কিন্তু এমন বণিক বা ব্যবসায়ীর মত নয় যে পুরস্কারের প্রত্যাশায়ই ধাবিত; বরং প্রত্যাশার গচ্ছিত সমস্ত প্রতিশ্রুতিও ত্যাগ করে আমরা এ বিবেচনা করব যে, অমঙ্গল একটামাত্র, আর তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব থেকে দূরে থাকা; এও বিবেচনা করব যে, কাম্য বলতে কেবল একটা মঙ্গল রয়েছে, আর তা হল ঈশ্বরের সঙ্গে বন্ধুত্ব; আমার মতে, কেবল এভাবেই মানবজীবন পরমসিদ্ধির নাগাল পেতে পারবে। তেমন সিদ্ধি লাভ করলে পর আত্মা উন্নীত হয়ে অধিক উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর বিষয়ের দিকে ধাবিত থাকবে—এ এমন লাভ যা সত্যিই সার্বিক, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টে, যাঁর সম্মান ও গৌরব কীর্তনীয় চিরকাল ধরে। আমেন।

শ্লোক সাম ৪২:২-৩; ফিলি ১:২৩

প্র হরিণী যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তেমনি, পরমেশ্বর, তোমারই আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল আমার প্রাণ।
উ পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?
প্র আমার বাসনা এ: দেহ থেকে বিদায় নিয়ে আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি।
উ পরমেশ্বরের জন্য, জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?

১৩ই জানুয়ারী

সাধু হিলারি, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'ত্রিত্ব' **১ম পুস্তক ৩৭-৩৮**

তোমার কথা প্রচার করায় তোমার সেবা করব

আমি তো সচেতন আছি যে তুমিই, হে সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, হবে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে আমার সমস্ত বাণী ও মনোভাব তোমারই কথা বলে।

কেননা কথা বলার যে দান তুমি আমাকে মঞ্জুর করেছ, তেমন দানের একমাত্র মহা পুরস্কারই আমি যেন তোমার কথা প্রচার করায়ই তোমার সেবা করি, আর যে সংসার তোমাকে জানে না ও যে ভ্রান্তমতাবলম্বীরা তোমাকে অস্বীকার করে, তাদের কাছে যেন দেখাই যে, তুমি পিতা, অর্থাৎ তুমি একমাত্র পুত্র ঈশ্বরেরই পিতা।

এই তো আমার ইচ্ছার একমাত্র সঙ্কল্প! বাকি সমস্ত বিষয়ে তোমার সহায়তা ও দয়ার দান প্রার্থনা করা দরকার, যেন তুমি আমাদের বিশ্বাস ও স্তুতিবাদের পাল তোমার আত্মার ফুৎকারে পরিপূর্ণ করে আমাদের শুরু করা বাণীপ্রচারের পথে চালিত কর। কেননা যিনি বলেছেন, *যাচনা কর, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ, তোমরা খুঁজে পাবে; দরজায় ঘা দাও, তোমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে,* তিনি নিজ প্রতিশ্রুতিতে অবিশ্বস্ত নন।

তাই নিঃস্ব যে আমরা, আমাদের যা যা অভাব তা তোমার কাছে যাচনা করব, ও তোমার নবীদের ও প্রেরিতদূতদের বাণী তন্ন তন্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করে থাকব, ও সেই সমস্ত দরজায় ঘা দেব যা আমাদের উপলব্ধির কাছে রুদ্ধ। কিন্তু তবুও প্রার্থনা মঞ্জুর করা, সন্ধানে উপস্থিত হওয়া, ও দরজা খুলে দেওয়া তোমার উপরেই নির্ভর করে।

স্বভাবে আমরা কেমন যেন ঘোর অলসতায় মগ্ন, ও আমাদের বুদ্ধির দুর্বলতাবশত তোমার বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম বটে, কিন্তু তোমার শিক্ষাবাণী অধ্যয়নটা তোমার ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানলাভে আমাদের উপযুক্ত করে, ও

বিশ্বাসের প্রতি বাধ্যতা মানবীয় অভিমতের ঊর্ধ্বে আমাদের উন্নীত করে। এজন্য আমাদের প্রত্যাশাই, তুমি যেন আমাদের কর্মের এ টলমান সূত্রপাত উদ্দীপিত কর, সদা বৃদ্ধিশীল সাফল্য দানে তা স্থিতমূল কর, ও নবীয় ও প্রৈরিতিক প্রেরণার সহভাগিতায় আমাদের আহ্বান কর, যাতে তাঁরা যেভাবে কথা বলেছিলেন, আমরা ঠিক সেই অর্থেই তাঁদের বচনগুলি উপলব্ধি করি ও সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অনুসারেই তাঁদের বাণী ব্যাখ্যা করি।

কেননা আমরা যা যা বলব, তাঁরা তা তোমার রহস্যময় অনুপ্রেরণায়ই প্রচার করেছিলেন: তথা, তুমি সেই সনাতন ঈশ্বর, যিনি সনাতন একমাত্র পুত্র ঈশ্বরের পিতা; কেবল তুমিই জন্ম ছাড়া, ও কেবল প্রভু যীশুখ্রীষ্টই সনাতন জন্ম অনুসারে তোমা থেকে জাত—সত্য লঙ্ঘন করে তাঁকে দেব-দেবীর সংখ্যায় তালিকাভুক্ত করতে নেই। তিনি আলাদা পদার্থ থেকে জাত নন, সেই তোমারই দ্বারা জাত যিনি একমাত্র ঈশ্বর—এ কথাও প্রচার করব। তিনি প্রকৃত ঈশ্বর, কারণ সেই তোমা থেকেই জাত যিনি প্রকৃত ঈশ্বর ও পিতা—এ কথাও স্বীকার করব।

তাই তুমি আমাদের কাছে বাণীগুলোর অর্থ অনাবৃত কর, আমাদের দান কর উপলব্ধির আলো, প্রচারের সূক্ষ্মতা, সত্যের বিশ্বাস; বর প্রদান কর, আমরা যা বিশ্বাস করি, তা যেন ব্যক্ত করতে পারি, অর্থাৎ আমরা যেন নবীদের ও প্রেরিতদূতদের শিক্ষা অনুসারে সেই তোমাকেই যিনি অনন্য পিতা ঈশ্বর, ও সেই একমাত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে ঘোষণা করি; আর যারা একথা অস্বীকার করে, সেই ভ্রান্তমতাবলম্বীদের বিপক্ষে আমরা যেন সমর্থন করতে পারি যে তুমি, হে পিতা, পুত্রের সঙ্গে ঈশ্বর, ও তেমন ঈশ্বরত্বের বিষয় যেন নির্ভুল ভাবেই প্রচার করতে পারি।

শ্লোক ১ যোহন ৪:২-৩,৬,১৫ দ্রঃ

℣ যে কেউ যীশুখ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গাত; যে কেউ যীশুকে অস্বীকার করে, সে ঈশ্বর থেকে উদ্গাত নয়।
℟ এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।
℣ যে কেউ স্বীকার করে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন, সেও ঈশ্বরে বসবাস করে।
℟ এতেই আমরা সত্যময় আত্মা ও ভ্রান্তিময় আত্মাকে নির্ণয় করতে পারি।

১৫ই জানুয়ারী

সাধু মাউরুস ও প্লাচিদুস
আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের শিষ্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সংলাপ' **২য় পুস্তক ৩,৭**

বাধ্যতার শক্তি

প্রভুভক্ত বেনেডিক্টের সদ্‌গুণ ও অলৌকিক কাজের বৃদ্ধির ফলে বহু লোক ঈশ্বরের সেবার জন্য তাঁর কাছে সমবেত হতে লাগল। তাই তিনি সর্বশক্তিমান প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সহায়তায় সেখানে বারোটা মঠ নির্মাণ করলেন ও পিতৃগণের প্রথা অনুসারে এক একটি মঠে বারোজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত করলেন। তিনি কেবল কয়েক জনকেই কাছে রাখলেন, যাঁদের তিনি নিজেই উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলে মনে করলেন। তখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আপন পুত্রসন্তানদের উৎসর্গ করার জন্য রোম নগরী থেকেও বহু অভিজাত বংশীয় লোক ও সন্ন্যাসীও তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এই পুণ্য সঙ্কল্প নিয়ে একুইতিউস আপন ছেলে মাউরুসকে ও সম্ভ্রান্ত বংশের তের্তুল্লুস আপন ছেলে প্লাচিদুসকে তাঁরই হাতে সঁপে দিলেন। যুবক মাউরুস সদ্ব্যবহারে উত্তম হওয়ায় গুরুর সহকারী পদে নিযুক্ত হলেন; প্লাচিদুস তখনও বালক ছিলেন।

একদিন হল কি: পূজনীয় বেনেডিক্ট নিজ কক্ষে বসে আছেন, এমন সময়ে বালক প্লাচিদুস জল তুলে আনতে হ্রদে যান। অন্যমনস্ক হয়ে বালতি জলে নামাতেই তিনিও জলে পড়ে যান আর সঙ্গে সঙ্গে জলের স্রোত তাঁকে কূল থেকে বেশ দূরেই টেনে নিয়ে যায়। প্রভুভক্ত নিজ কক্ষে বসে থাকা সত্ত্বেও ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করেন,

তাই অবিলম্বে মাউরুসকে ডেকে বলেন: ভাই মাউরুস, দৌড় দাও, বালকটি যে জল তুলতে গিয়ে হ্রদে পড়ে গেছে! আর স্রোত তাকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার! এমন কিছু যা প্রেরিতদূত পিতরের পরে আর কখনও ঘটেনি: গুরুর কাছে আশীর্বাদ চাইলেন মাউরুস, তারপর আশীর্বাদ পেয়ে পুণ্যপিতার আদেশ মত অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড় দেন। জলের স্রোত যেখানে বালকটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তিনি সেইখানে দৌড় দেন—তিনি মনে করছেন মাটির উপর দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আসলে জলের উপর দিয়েই দৌড় দিচ্ছেন। বালকটির চুল ধরে তিনি আবার দ্রুতবেগে ফিরে আসেন।

কূলে পৌঁছে তিনি পিছনের দিকে তাকিয়েই উপলব্ধি করেন যে, জলের উপর দিয়েই দৌড় দিয়েছেন। যা অসম্ভব মনে হয়, তা আসলে বাস্তব বলেই স্বীকার করেন।

পুণ্যপিতার কাছে ফিরে গিয়ে তিনি ব্যাপারটা খুলে বলেন; আর পুণ্যবান বেনেডিক্ট নিজ পুণ্যের নয়, তাঁর বাধ্যতার ফলেই তা ঘটেছে বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে মাউরুস এ কথাই সমর্থন করেন যে, তেমন কিছু কেবল তাঁর আদেশ গুণেই ঘটল: তাছাড়া তিনি তো কোনও শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না: যা করেছিলেন, কোনও শক্তির কথা না জেনেই তা করেছিলেন।

তেমন বিনম্রতার সরল প্রতিযোগিতায় বালকটি নিজে বিচারকরূপে উঠে দাঁড়িয়ে রায় দেন; তিনি বললেন, যখন জল থেকে আমাকে টেনে নেওয়া হচ্ছিল, আমি তখন আমার মাথার উপরে আব্বার বস্ত্র দেখতে পেয়েছিলাম; মনে করছিলাম তিনি নিজেই আমাকে জল থেকে টেনে তুলছেন।

শ্লোক প্রবচন ১:৮; ৪:১০; ৩:১

℣ সন্তান আমার, তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন, তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না;
℟ তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।
℣ সন্তান আমার, আমার নির্দেশবাণী ভুলো না, তোমার হৃদয় আমার আজ্ঞাগুলো পালন করুক:
℟ তবে তোমার জীবনের বছরগুলি বহুসংখ্যক হবে।

১৭ই জানুয়ারী

সাধু আন্তনি, মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আথানাসিউস-লিখিত 'সাধু আন্তনির জীবন-কাহিনী' ২-৪

সাধু আন্তনির আহ্বান

পিতামাতার মৃত্যুর পর, তাঁর তখনও খুব ছোট বোনের সঙ্গে একা হয়ে পড়ে আঠারো বা কুড়ি বছরের আন্তনি বাড়ি ও বোনের যত্ন নিতে লাগলেন। পিতামাতার মৃত্যুর ছয় মাস তখনও কাটেনি যখন একদিন প্রথামত ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানে [তথা মিসায়] যেতে যেতে তিনি চিন্তা করছিলেন কোন্ কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেরিতদূতেরা সবকিছু ত্যাগ করে ত্রাণকর্তার অনুসরণ করেছিলেন। তিনি মনে মনে সেই লোকদেরই কথা ভাবছিলেন যাদের বিষয়ে শিষ্যচরিত বলে যে, সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে যা পেত, তারা তা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে এনে দিত যাতে তা গরিবদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে বিতরণ করা হয়। তিনি এ কথাও ভাবছিলেন, সেই লোকজন স্বর্গে কতই না মহা ও বড় মঙ্গলদান পাবে বলে প্রত্যাশা পোষণ করছিল। মনে মনে তেমন কথা ভাবতে ভাবতে তিনি এমন সময়েই গির্জায় প্রবেশ করলেন যখন সুসমাচার পাঠ করা হচ্ছিল। তখন তিনি শুনলেন যে প্রভু সেই ধনীকে বলেছিলেন, *তুমি যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।*

পুণ্যজনদের স্মৃতিচারণ ঐশ্বরিক ভাবেই যেন তাঁর সামনে তুলে ধরা হয়েছে, ও সেই সমস্ত বাণী তাঁর নিজেরই জন্য যেন উচ্চারিত হয়েছিল, একথা মনে করে আন্তনি তখনই গির্জা থেকে বের হয়ে গ্রামের লোকদের কাছে তাঁর

পিতৃসম্পত্তি দান করে দিলেন—তাঁর তিনশটা উর্বরতম ও সুন্দর বড় বড় খণ্ড জমি ছিল—যাতে সেই সমস্ত বিষয় তাঁর ও বোনের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। বোনের জন্য অল্প কিছু রেখে তিনি তাঁর যত বাড়ি-ঘরও বিক্রি করে যে প্রচুর টাকা পেলেন, তাও গরিবদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

আর এক দিন উপাসনা সভায় যোগ দিয়ে তিনি সেই বাণী শুনলেন যা প্রভু সুসমাচারে উচ্চারণ করেন: *আগামীকালের জন্য চিন্তিত হয়ো না।* বেশিক্ষণ নিজেকে সামলাতে না পেরে তিনি আবার বের হয়ে তাঁর যা কিছু তখনও বাকি ছিল, তাও দান করে দিলেন। বোনকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত চিরকুমারীদের হাতে সঁপে দিয়ে তিনি তখন নিজ বাড়ির কাছাকাছি স্থানে কৃচ্ছ্র সাধনার জীবনে পদার্পণ করলেন, ও নিজের বিষয়ে সতর্ক থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

তিনি নিজ হাতেই কাজ করছিলেন, কারণ এ বাণী শুনেছিলেন, *যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না।* যে টাকা লাভ করছিলেন, তিনি তার এক ভাগ দিয়ে নিজের জন্য রুটি কিনতেন, বাকি টাকাটা গরিবদেরই দান করে দিতেন।

তিনি প্রার্থনায় অনেক সময় কাটাতেন, কেননা শিখেছিলেন যে, নির্জন স্থানে একা গিয়ে অবিরতই প্রার্থনা করা প্রয়োজন। বাণীপাঠে এতই মনোযোগী ছিলেন যে, যা যা লেখা ছিল, তার কিছুই ভুলে যেতেন না, বরং অন্তরে সবকিছু গেঁথে রাখতেন; তাতে তাঁর স্মরণশক্তিই পুস্তকের স্থান নিল। যাদের সহায়তার উপর তিনি নির্ভর করতেন, সেই সকল গ্রামবাসী ও ধর্মপ্রাণ লোকে তেমন মানুষকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলত, আর কেউ কেউ তাঁকে নিজ সন্তানের মত, কেউ কেউ নিজ ভাইয়ের মতই তাঁকে ভালবাসত।

শ্লোক মথি ১৯:২১; লুক ১৪:৩৩

প্র যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর,
উ তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তাতে স্বর্গে ধন পাবে।
প্র প্রভুর উক্তি: যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না;
উ তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর; তাতে স্বর্গে ধন পাবে।

২০শে জানুয়ারী

সাধু ফাবিয়ান, পোপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ফাবিয়ানের সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে সাধু সিপ্রিয়ানের ও রোম-মণ্ডলীর পত্রাবলি

পত্র ৯:১; ৮:২-৩

ফাবিয়ান আমাদের জন্য বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আদর্শ

পোপ ফাবিয়ানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সাধু সিপ্রিয়ান রোম-মণ্ডলীর পুরোহিত ও পরিসেবক-বর্গের কাছে এ পত্র প্রেরণ করলেন: "প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, বিশপ-পদে আমার ভাই সেই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির মৃত্যুর কথা আমাদের কাছে তখনও নিশ্চিত নয়, নানা খবরাখবরও তখনও যথেষ্ট অনিশ্চিত ছিল, এমন সময় আমি উপ-পরিসেবক ক্রেসেন্তিউসের মধ্য দিয়ে আমার কাছে আপনাদের প্রেরিত পত্রগুলো পেয়েছি যার মাধ্যমে তাঁর গৌরবময় প্রস্থানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হলাম। তখন আমি গভীর আনন্দ অনুভব করেছি, কারণ তাঁর পরিচালনার সততা তেমন সম্মানপূর্ণ মৃত্যু এনে দিল।

এবিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গেও অধিক আনন্দ ভোগ করি, কেননা আপনারা মর্যাদা ও সম্মানে পূর্ণ এমন সাক্ষ্যদানেই তাঁর স্মৃতি পালন করেন যে, আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কাছেও আপনাদের বিশপের সেই গৌরবময় স্মৃতি জ্ঞাত হয়েছে যা আপনারা নিজেরাই রক্ষা করছেন, এবং আমাদের কাছেও তেমন বিশ্বাস ও দৃঢ়তার আদর্শ দান করা হয়েছে।

কেননা অনুসারীদের পক্ষে একটি অধ্যক্ষের পতন যতখানি ক্ষতিকর, অপরদিকে এ ততখানি উপযোগী ও কল্যাণকর যে, একটি বিশপ বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে ভাইবোনদের কাছে নিজেকে আদর্শরূপে অর্পণ করেন।"

সিপ্রিয়ান এ পত্রখানা পাবার আগেও সম্ভবত রোম-মণ্ডলী নির্যাতনে নিজ বিশ্বস্ততার বিষয়ে এ সাক্ষ্য কার্থেজ-মণ্ডলীর কাছে অর্পণ করেছিল:

"মণ্ডলী বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ সমাজে নাম-করা ব্যক্তিত্ব হওয়ায় কিংবা মানব-দুর্বলতার কারণে নির্যাতনের সন্ত্রাসে সন্ত্রাসিত হয়ে ভয়ে পড়েছে একথা সত্য; তথাপি তারা আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা তাদের ফেলে রাখিনি, বরং তাদের উৎসাহ দান করেছি ও এখনও করে থাকি তারা যেন এর প্রায়শ্চিত্ত করে, ক্ষমা যিনি দান করতে পারেন, তাঁর কাছ থেকে তারা যেন ক্ষমা পেতে পারে, পাছে আমরা তাদের ফেলে রাখলে তারা অধিক শোচনীয় অবস্থায় পড়ে।

ভাইবোনেরা, তাই করতে তোমরাও চেষ্টা কর, যারা পতিত হয়েছে, তোমাদের উৎসাহদানে তারাও যেন নিজেদের সংস্কার ক'রে পুনরায় নির্যাতকদের হাতে পড়লে বিশ্বাস-স্বীকারে দৃঢ়মনা থেকে আগের ভুল শোধন করতে পারে। আর একটি সমস্যা বিষয়েই আমরা একটি কথা তোমাদের কাছে স্মরণ করিয়ে দিই: যারা এ পরীক্ষায় পতিত হয়েছে, রোগপীড়িত হলে তারা যদি অনুতাপ করে ও মণ্ডলীর সহভাগিতার বাসনা করে, তবে তাদের সহায়তা দান করা উচিত। যারা বিধবা ও যারা উপস্থিত হতে বাধাগ্রস্ত, কিংবা যারা কারাগারে বন্দি অবস্থায় রয়েছে বা নিজেদের বাড়ি থেকে চ্যুত হয়ে আছে, তাদের সকলের যত্ন করার মত কেউ যেন থাকে। রোগপীড়িত হয়ে পড়লে দীক্ষাপ্রার্থীরাও যেন সহায়তা পাবার আশায় প্রবঞ্চিত না হয়।

যে ভাইবোনেরা বন্দি, তারা ও পুরোহিতবর্গ সকলেই তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানান; সেই গোটা মণ্ডলীও শুভেচ্ছা জানায়, যে মণ্ডলী তাদের সকলের উপর উত্তম তৎপরতায় দৃষ্টি রাখে যারা প্রভুর নাম করে। আমরাও কিন্তু যাচনা করি, তোমরাও যেন আমাদের কথা স্মরণ কর।"

শ্লোক ফিলি ১:২৩; ৩:৮; ১:২১; ২:১৭

℣ আমার বাসনা এ: দেহ থেকে বিদায় নিয়ে আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি। আমি সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।
℟ আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।
℣ যদিও তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞ ও সেবাকর্মের উপর আমার রক্ত পানীয়-নৈবেদ্য রূপে ঢালতে হয়, তবুও আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দিত।
℟ আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।

একই দিন ২০শে জানুয়ারী

সাধু সেবাস্তিন, সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - ১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **২০:৪৩-৪৫,৪৮**

খ্রীষ্ট বিষয়ে বিশ্বস্ত সাক্ষ্যদান

ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আমাদের বহু ক্লেশ পেরিয়ে যেতে হবে। যখন ক্লেশ বহু, তখন পুরস্কারও বহু; যেখানে বহু সংগ্রাম, সেখানে বহু জয়মালা। এজন্য বহু নির্যাতক থাকায় তোমার উপকার, যাতে বহু নির্যাতনের মধ্যে তুমি জয়মালা অধিক সহজেই পেতে পার।

এসো, আজ যাঁর স্বর্গীয় জন্মতিথি, সেই সাক্ষ্যমর সেবাস্তিনের দৃষ্টান্ত ধরি। তিনি এই মিলানের মানুষ ছিলেন, যেখানে সেসময়ে নির্যাতক সম্ভবত তখনও আসেনি, বা চলেই গেছিল, কিংবা তত নির্মম হয়নি। সেবাস্তিন এ অনুভব করলেন যে, এখানে কোন সংগ্রাম হবে না, থাকলেও তত তীব্র হবে না; তাই তিনি সেই রোম যাত্রা করলেন যেখানে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বহু তীব্র নির্যাতন দেখা দিচ্ছিল: সেখানে তিনি যন্ত্রণাভোগ করলেন, অর্থাৎ সেখানে তিনি জয়মালায় ভূষিত হলেন; তাতে প্রবাসী হিসাবে যেখানে এসেছিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী অমরত্বের নাগরিকত্ব অর্জন করলেন। একজনমাত্রই নির্যাতক যদি থাকত, তাহলে তিনি সাক্ষ্যমরণের জয়মালায় ভূষিত হতে পারতেন না।

তবু আমরা যেন মনে রাখি যে, যারা দৃশ্যমান তারাই শুধু নয়, যারা অদৃশ্য তারাও নির্যাতক; এমনকি দৃশ্যমান যারা তাদের চেয়ে অদৃশ্য নির্যাতক অনেক বেশি। কেননা একটিমাত্র নির্যাতক রাজা যেমন বহুজনের কাছেই নির্যাতনের আদেশ প্রেরণ করতেন, ও প্রতিটি নগরে ও প্রতিটি প্রদেশে নানা নির্যাতক ছিল, তেমনি শয়তানও তার নিজের বহু বহু অধীনস্থদের পাঠায়, তারা প্রত্যেকজনের আত্মার বাইরে শুধু নয়, আত্মার মধ্যেও যেন নির্যাতন জাগায়।

তেমন নির্যাতনের বিষয়ে লেখা আছে: *যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলেরই বেলায় নির্যাতন দেখাই দেবে।* তিনি বললেন, 'সকলেরই বেলায়;' বাদ পড়বে এমন কেউই নেই! কেননা স্বয়ং প্রভু যখন নির্যাতনের যন্ত্রণা বরণ করেছেন, তখন রেহাই পাবে এমন কেইবা থাকতে পারে?

কতজনই না আজ নিভৃতে খ্রীষ্টের সাক্ষ্যদাতা, ও প্রভু যীশুকে স্বীকার করে থাকে! খ্রীষ্ট বিষয়ে তেমন সাক্ষ্যদান ও বিশ্বস্ত স্বীকারোক্তির অভিজ্ঞতা প্রেরিতদূতেরই হয়েছে; তিনি তো বলেছেন: *আমাদের বিবেকের সাক্ষ্য, এ আমাদের গর্ব।*

শ্লোক

℣ নিজের ঈশ্বরের জন্য সেবাস্তিন মৃত্যু পর্যন্তই সংগ্রাম করলেন; তিনি ভক্তিহীনদের হুমকি
ভয় করেননি:
℟ তিনি সেই শৈলেই স্থাপিত ছিলেন, যে শৈল স্বয়ং খ্রীষ্ট!
℣ তিনি সংসারের মূল্যবোধ তুচ্ছ করে স্বর্গরাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন:
℟ তিনি সেই শৈলেই স্থাপিত ছিলেন, যে শৈল স্বয়ং খ্রীষ্ট!

২১শে জানুয়ারী

সাধ্বী আগ্নেস, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'চিরকুমারীদের গৌরব' **১ম পুস্তক ২:৫,৭-৯**

কষ্টভোগ করতে যিনি এখনও অক্ষমা,
তিনি জয়লাভের জন্য ইতিমধ্যে পরিপক্কা

আজ একজন চিরকুমারীর স্বর্গীয় জন্মতিথি: এসো, তাঁর পবিত্রতার অনুসরণ করি। আজ একজন সাক্ষ্যমরের স্বর্গীয় জন্মতিথি: এসো, আমরাও বলি উৎসর্গ করি। আজ সাধ্বী আগ্নেসেরই স্বর্গীয় জন্মতিথি!

কথিত আছে, তিনি বারো বছর বয়সে সাক্ষ্যমরণ বরণ করেছিলেন। কতই না ঘৃণ্য সেই নিষ্ঠুরতা যা কোমল বয়সকেও রেহাই দেয়নি; কিন্তু কতই না মহত্তর সেই বিশ্বাসের শক্তি যা তেমন অল্প বয়সেও সাক্ষ্য পেয়েছে! এত ছোট্ট শরীরে ক্ষতস্থানের কোন স্থান কি থাকতে পারত? অথচ খড়্গের আঘাত পাবার স্থান যাঁর ছিল না, খড়্গকে জয় করার স্থান তাঁর ছিল! তাঁর সমবয়সী তরুণীরা পিতামাতার কঠোর চাহনি সহ্য করতে পারে না, ও সামান্য কাঁটার আঘাতে এমনভাবে কান্নাকাটি করে ঠিক যেন কতই না ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অপরদিকে আগ্নেস উৎপীড়কদের রক্তমাখা হাতে নির্ভীক হয়ে থাকেন, ভারী শেকলের চাপে অটল হয়ে দাঁড়ান, ও মৃত্যু যে কী তা না জেনেও কিন্তু মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে নির্মম সৈন্যের খড়্গের হাতে গোটা দেহ অর্পণ করেন; আর প্রতিমার বেদির সামনে বলপ্রয়োগেও উপনীতা হয়েও আগুনের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতি দু'হাত তোলেন ও সেই অলীক বেদির উপরে বিজয়ী প্রভুর বিজয়মালা তুলে ধরেন; কোনও শেকল তেমন চিকন অঙ্গগুলি আবদ্ধ করতে না পারলেও তিনি ঘাড় ও হাত দু'টো লোহার বেড়ির মধ্যে প্রবেশ করান।

এ কেমন নব প্রকার সাক্ষ্যমরণ! কষ্টভোগ করতে যিনি এখনও অক্ষমা, তিনি জয়লাভের জন্য ইতিমধ্যে পরিপক্কা; সংগ্রাম করা কঠিন হল, জয়মালা লাভ করা সহজ হল; কোমল বয়সী হয়েও তিনি দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিখুঁত শিক্ষা প্রদান করলেন। একটি কনেও মিলনকক্ষের দিকে সেভাবে ছুটে যায় না, যেভাবে এ চিরকুমারী মৃত্যুস্থানের

দিকে সানন্দে ও দ্রুতপদেই এগিয়ে গেলেন—তাঁর মাথা রত্নমালায় নয়, খ্রীষ্টেই ভূষিত; পুষ্পমালায়ও নয়, সদ্‌গুণেই মণ্ডিত।

সকলে অশ্রুসিক্ত, তাঁর চোখেই কিন্তু জলবিন্দু নেই; অনেকে বিস্মিত যে, জীবন এখনও উপভোগ না করেও তিনি তা অর্পণ করেন ঠিক যেন তা উপভোগই করেছেন। সবাই অবাক যে, বয়সে এখনও নাবালিকা হওয়ায় নিজের বিষয়েও যাঁর গ্রহণযোগ্য চেতনা নেই, ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য। এমনকি, মানুষের পক্ষে যাঁর সাক্ষ্য এখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়, তিনি ঈশ্বরের পক্ষে নিজ সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য করেছেন; এর কারণ এই যে, প্রকৃতির যা কিছু ঊর্ধ্বে, তা প্রকৃতির নির্মাতা দ্বারাই সাধিত!

তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য উৎপীড়ক কতই না ভয়ঙ্কর হুমকি দিল, তাঁর মন জয় করার জন্য কতই না মিষ্টি কথা শোনাল, কতই না যুবকদের কথা উত্থাপন করল যারা তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তিনি বললেন: 'আমি অন্য প্রেমিকের পিছনে গেলে বরেরই দুর্নাম। আমাকে যিনি প্রথম বেছে নিলেন, তিনিই আমাকে পাবেন। ওহে ঘাতক, আর দ্বিধা কেন? এই যে দেহ কামনার পাত্র হতে পারে, তার বিলুপ্তি হোক, কারণ আমি তেমন কামনার বস্তু হতে চাই না।' তিনি অটল থাকলেন, প্রার্থনা করলেন, ও মাথা নত করলেন।

আহা, তুমি যদি দেখতে পেতে সেই ঘাতক কেমন কাঁপছিল ঠিক যেন সে নিজেই মৃত্যুদণ্ডিত! আহা, তুমি যদি দেখতে পেতে ঘাতকের ডান হাত কেমন কাঁপছিল! কিশরীটি নিজ বিপদ ভয় করছেন না, অথচ পরের বিপদ যে নিজে ভয় করছিল, তার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়েছিল! সুতরাং তোমাদের সামনে রয়েছে একটিমাত্র বলিতে দ্বিবিধ সাক্ষ্যমরণ—কৌমার্য ও ধর্মবিশ্বাসের সাক্ষ্যমরণ। তিনি কুমারী হয়ে থাকলেন, সাক্ষ্যমরণ-মর্যাদাও লাভ করলেন।

শ্লোক

℣ এসো, ধন্যা আগ্নেসের পর্ব উদ্‌যাপন করি; এসো, তাঁর নির্ভীক সাক্ষ্যমরণের কথা স্মরণ করি;
℟ যৌবনে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবন লাভ করলেন।
℣ জীবনস্বামীই ছিলেন তাঁর একমাত্র প্রেমের পাত্র;
℟ যৌবনে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করে জীবন লাভ করলেন।

২২শে জানুয়ারী

সাধু ভিনসেণ্ট, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭৬:১-২**

জগৎ যাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল,
তাঁরই দ্বারা ভিনসেণ্ট বিজয়ী হলেন

খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর।

পরিসেবক ভিনসেণ্ট এ দান দু'টো গ্রহণ করেছিলেন: সেগুলি গ্রহণ করে রক্ষাও করেছিলেন। বাস্তবিকই যদি তা গ্রহণ করে না থাকতেন, কেমন করে তা রক্ষা করতে পারতেন? উপদেশ দানে তাঁর সৎসাহস ছিল, দুঃখভোগে তাঁর সহিষ্ণুতা ছিল।

উপদেশ দেওয়ার সময়ে কেউই যেন নিজের উপর তত নির্ভর না করে! পরীক্ষা বরণ করার সময়ে কেউই যেন নিজের শক্তির উপর তত ভরসা না রাখে; কেননা উত্তম উপদেশ সুচিন্তিতভাবে দেবার জন্য ঈশ্বর থেকেই আমাদের প্রজ্ঞা আগত, ও প্রতিকূল অবস্থা দৃঢ়তার সঙ্গে সহন করার জন্য তাঁর কাছ থেকেই আমাদের সহনশীলতা উদ্গত।

সেই খ্রীষ্ট প্রভুর কথা স্মরণ কর, যিনি নিজ শিষ্যদের চেতনা দেন; সাক্ষ্যমরদের সেই রাজার কথা স্মরণ কর, যিনি নিজ সৈন্যদের আধ্যাত্মিক অস্ত্রেই নিপুণ করে তোলেন, সংগ্রাম দেখান, সহায়তা দান করেন, পুরস্কারের

প্রতিশ্রুতি দেন; তিনি তো যখন নিজ শিষ্যদের বললেন, *এজগতে তোমাদের উপর চাপ আসবে*, তখন তাঁরা সন্ত্রাসিত হয়ে পড়লে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সান্ত্বনা দেবার জন্য এ কথাও বললেন, *তোমরা কিন্তু সাহস ধর, কারণ আমি জগৎকে জয় করেছি।*

তাহলে, হে প্রিয়জনেরা, আমরা তত বিস্মিত কেন, যখন জগৎ যাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েছিল, তখন তাঁরই দ্বারা ভিনসেণ্ট জয়ী হলেন? তিনি ঠিকই বলেছিলেন, *এজগতে তোমাদের উপর চাপ আসবে*, কিন্তু জগৎ চাপ দিলেও বশীভূত করতে পারে না; আক্রমণ করলেও পরাভূত করতে পারে না। খ্রীষ্টের সৈন্যদের বিরুদ্ধে জগৎ দ্বিবিধ সংগ্রাম চালাচ্ছে: তাদের প্রবঞ্চিত করার জন্য মিষ্ট কথা শোনায়, তাদের ভাঙবার জন্য সন্ত্রাস দেখায়। আমাদের অভিলাষ যেন আমাদের প্রতিরোধ না করে, পরের নিষ্ঠুরতা যেন আমাদের সন্ত্রাসিত না করে, তাতেই জগৎ পরাজিত হবে।

খ্রীষ্ট উভয় প্রবেশদ্বারেই এসে উপস্থিত হন বিধায় খ্রীষ্টপন্থী পরাজিত হয় না। এ সাক্ষ্যমরণ বিষয়ে যদি যন্ত্রণায় মানব সহিষ্ণুতার কথা ধরি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু যদি ঐশ শক্তির কথা ধরি, তাহলে বিস্ময় করার মত আর কিছুই থাকে না।

সাক্ষ্যমরের দেহের উপর নিষ্ঠুরতা যতখানি নির্মম ছিল, তাঁর কণ্ঠে ততখানি শান্তি প্রকাশ পেত; তাঁর সর্বাঙ্গে কঠোরতা যতখানি হিংস্র ছিল, তাঁর কথায় ততখানি নিশ্চয়তা ধ্বনিত হত, ফলে আমরা মনে করতে পারতাম যে, ভিনসেণ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একজন উৎপীড়িত ছিলেন আর অপর একজন কথা বলছিলেন।

ভাইবোনেরা, প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাই ছিল! ঠিক তাই ঘটছিল: অপর একজনই কথা বলছিলেন। কেননা এ প্রকার সংগ্রামের জন্য নিজ সাক্ষীদের প্রস্তুত করতে গিয়ে সুসমাচারে খ্রীষ্ট তাঁদের কাছে ঠিক তাই প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তিনি একথা বলেছিলেন: *তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।*

এজন্য দেহ যন্ত্রণা ভোগ করছিল, কিন্তু ঐশআত্মাই কথা বলছিলেন; আর ঐশআত্মা কথা বলতে বলতে ভক্তিহীনতার যুক্তি খণ্ডন করা হচ্ছিল এমন শুধু নয়, সাক্ষ্যমরের দুর্বলতাও শক্তিলাভ করছিল।

শ্লোক যোব ২৩:১০,১১; ফিলি ৩:৮,১০ দ্রঃ

প্র প্রভু আমাকে আগুনে সোনার মতই যাচাই করলেন। আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে ছিল,
উ সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি।
প্র আমি সবকিছু আবর্জনা বলেই গণ্য করছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি ও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হতে পারি।
উ সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি।

২৪শে জানুয়ারী

সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ফ্রান্সিস দ্য সাল-লিখিত 'ভক্তিমার্গের সূচনা' ১:৩

ভক্তিমার্গ সমস্ত জীবনাশ্রমেই পালনীয়

সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর আদেশ করলেন, সব গাছ *নিজ নিজ জাত অনুযায়ী* নিজ নিজ ফল উৎপন্ন করবে। যারা তাঁর মণ্ডলীর জীবন্ত গাছ, সেই সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে তিনি একই আদেশ করেন, তারা যেন নিজ নিজ জীবনাশ্রমে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভক্তির ফল উৎপন্ন করে।

তাই কথা হল এই যে, সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ বা কারিগর, দাস, রাজপুরুষ, বিধবা, অবিবাহিতা ও বিবাহিতা নারী সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভক্তি সাধনা করবে। আর শুধু তা নয়; প্রতিটি ব্যক্তির সামর্থ্য, ভূমিকা ও কর্তব্যের

সঙ্গেই ভক্তি-সাধনা খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন। হে আমার ফিলতেয়া, আমাকে বল, বিশপ যে বিজনাশ্রমীর মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করবেন, তা কি উচিত হবে? আর বিবাহিত নারীরা যে দীনহীন সন্ন্যাসীদের মত কোন সম্পদেরই অধিকারী না হতে ইচ্ছা করবে, তাও কি উচিত হবে? তাও কি উচিত হবে যে, কারিগর ধর্মব্রতীর মতই সারা দিন গির্জায় কাটাবে, ও ধর্মব্রতী বিশপেরই কর্তব্য অনুযায়ী প্রতিবেশীর সেবার লক্ষ্যে যে কোন সামাজিক সাক্ষাতেই পদার্পণ করবে? তেমন ভক্তি-সাধনা কি হাস্যকর, বিশৃঙ্খল ও অসহ্য হবে না? অথচ এপ্রকার ভুল বারবারই দেখা দেয়। না, হে আমার ফিলতেয়া, ভক্তি-সাধনা সরল হলে তবে কিছুই কখনও ধ্বংস করে না, বরং সবকিছুই নিখুঁত করে তোলে; তবে ভক্তি-সাধনা যখন কোন একজনের কর্তব্যের সঙ্গে খাপ খায় না, তখন তেমন ভক্তি নিঃসন্দেহেই মিথ্যা।

ফুল থেকে মধু বের করে নিয়ে মৌমাছি ফুলকে নষ্ট করে না; সে ফুলকে যেভাবে পেয়েছে তা সেভাবে অক্ষুণ্ন ও তেজময় রাখে। প্রকৃত ভক্তি এর চেয়ে আরও ভাল কাজ সাধন করে, কেননা নানা প্রকার আহ্বান বা কর্মকর্তব্যের আপন আপন জাতীয়তা ধ্বংস করে না, পক্ষান্তরে তা সৌন্দর্যমন্ডিত ও অলঙ্কৃত করে তোলে।

মধুতে ফেলে দিলে সকল রত্ন যেমন নিজ নিজ রঙ অনুযায়ী অধিক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তি তার আপন আহ্বান ভক্তি-সাধনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তা আরও নিখুঁত করে তোলে—পরিবারের সেবাযত্ন অধিক হালকা হয়, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আরও অকপট হয়, রাজপুরুষের সেবা আরও বিশ্বস্ত হয়, ও অন্য সকল কর্তব্য আরও কোমল ও গ্রহণীয় হয়।

সৈনিক-বৃত্তি থেকে, কারিগরদের কারখানা থেকে, রাজপুরুষদের রাজপ্রাসাদ থেকে বা দম্পতিদের গৃহ থেকে ভক্তি-সাধনা বাতিল করা ভুল, এমনকি ধর্মক্ষেত্রে ভ্রান্তমত। হ্যাঁ, প্রিয়তমা ফিলতেয়া, ধ্যানী, সন্ন্যাসীয় ও ধর্মব্রতীয় ভক্তি-সাধনা কেবল এ তিনটে জীবনাশ্রমেই পালিত হতে পারে; কিন্তু এ তিন প্রকার ভক্তি-সাধনা ছাড়া এমন অন্য বহু প্রকার রয়েছে যা তাদেরই সিদ্ধপুরুষ করতে পারে যারা সংসারে জীবন যাপন করে। অতএব যেই পরিস্থিতিতে থাকি না কেন, আমরা শ্রেষ্ঠতম জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে পারি, এমনকি তেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা কর্তব্য।

শ্লোক এফে ৪:৩২–৫:১; মথি ১১:২৯

প্র পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।
উ প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।
প্র আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়।
উ প্রিয় সন্তানের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও।

২৫শে জানুয়ারী

প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রীষ্টবিশ্বাস-জাগরণ

পর্ব

প্রথম পাঠ - গা ১:১১-২৪

তিনি আমাকে তাঁর পুত্রকে প্রকাশ করলেন
আমি যেন তাঁর কথা প্রচার করি

ভাই, আমি তোমাদের স্পষ্টই বলছি, আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়, কেননা আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, মানুষের কাছে শিখিওনি; কিন্তু যীশুখ্রীষ্টেরই ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়ে পেয়েছি। আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম, তখন কেমন জীবনযাপন করতাম একথা তোমরা নিশ্চয় শুনেছ; আমি ঈশ্বরের মন্ডলীকে নিতান্তই নির্যাতন ও ধ্বংসও করতাম; আর যেহেতু পিতৃপুরুষদের পরম্পরাগত রীতিনীতি সমর্থনে অধিক উৎসাহী ছিলাম, সেজন্য ইহুদী ধর্ম পালনে আমার সমকালীন অধিকাংশ সমবয়সী

লোকদের চেয়ে যথেষ্টই আগে ছিলাম। কিন্তু আমি মাতৃগর্ভে থাকতে যিনি আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে আমাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি যখন স্থির করলেন তাঁর পুত্রকে আমার অন্তরে প্রকাশ করবেন আমি যেন বিজাতীয়দের কাছে তাঁর কথা প্রচার করি, তখনই, কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়ে, যেরুসালেমে যাঁরা আমার আগে প্রেরিতদূত ছিলেন তাঁদের কাছেও না গিয়ে, আমি আরবে চলে গেলাম, এবং পরবর্তীকালে দামাস্কাসে ফিরে গেলাম। কেবল তিন বছর পরেই কেফাসের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য যেরুসালেমে গেলাম, এবং সেখানে পনেরো দিন তাঁর সঙ্গে রইলাম; প্রভুর ভাই যাকোবকে ছাড়া প্রেরিতদূতদের আর কারও সঙ্গে আমার দেখা হল না। এপ্রসঙ্গে তোমাদের কাছে যা লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনেই বলছি: মিথ্যা বলছি না। তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়ার নানা স্থানে গেলাম। কিন্তু সেসময় আমি যুদেয়ার খ্রীষ্টেতে আশ্রিত মণ্ডলীগুলোর কাছে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলাম না, তারা শুধু শুধু একথা শুনত, 'আগে আমাদের যে নির্যাতন করত, সে এখন সেই বিশ্বাস প্রচার করছে যা আগে ধ্বংস করতে চাইত।' আর আমার জন্য তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করত।

শ্লোক গা ১:১১-১২; ২ করি ১১:১০,৭ দ্রঃ

প্র আমার দ্বারা যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তা মানবীয় বাণী নয়,
উ আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।
প্র খ্রীষ্টের সত্য আমার অন্তরে উপস্থিত, কেননা আমি ঈশ্বরের সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি:
উ আমি মানুষের কাছ থেকে তা পাইনি, যীশুখ্রীষ্টের ঐশপ্রকাশের মধ্য দিয়েই পেয়েছি।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি সাধু পলের গুণকীর্তন, উপদেশ ২

পল খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরেই সবই সহ্য করলেন

মানুষ যে কী, আমাদের স্বরূপের যে কী মর্যাদা, বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন এই সত্তা যে কী মহা ধীশক্তির অধিকারী, এ সমস্ত বিষয় পলেই উত্তমরূপে প্রকাশিত। তিনি দিনে দিনে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর পর্যায়ে উঠছিলেন, দিনে দিনে তাঁর অন্তরের আগুন অধিক মাত্রায় জ্বলছিল, ও তিনি সদা মহত্তর উৎসাহ নিয়েই সম্মুখীন বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলছিলেন: *অতীতের কথা ভুলে গিয়ে আমি বরং ভবিষ্যতেরই দিকে পা বাড়াচ্ছি।* মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলে জেনে তিনি সকলকে তাঁর সেই আনন্দের অংশী হতে আহ্বান করে বলেছিলেন: *তোমরাও আনন্দিত হও, আমার সঙ্গেই আনন্দিত হও।* বিপদ, অপমান বা যে কোন কটুকথার সম্মুখীন হয়েও তিনি একইভাবে মেতে ওঠেন; করিন্থীয়দের কাছে পত্র লিখে তিনি বলেন: *আমার নিজের দুর্বলতা, অপমান ও নির্যাতনের মধ্যে আমি তৃপ্তিই পেয়ে থাকি।* এরপর তিনি একথা বলে চলেন যে, ঠিক সেগুলিই ধর্মময়তার অস্ত্র, ও তিনি দেখান কেমন করে এ থেকেই তিনি মহত্তর ফলে ফলপ্রসূ হন, শত্রুদের উপরেও বিজয়ী হন। সর্বস্থানে কশাঘাতগ্রস্ত হয়েও, অপমান ও কটুকথায় আক্রান্ত হয়েও তাঁর ব্যবহার এমন, ঠিক যেন তিনি গৌরবময় বিজয়-মিছিলেই যোগ দিচ্ছেন বা বিজয়মালা উত্তোলন করছেন। গর্ব করে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন: *ধন্য সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের মধ্য দিয়ে সদাই বিজয়ী।* একারণেই তিনি তাঁর সেই প্রৈরিতিক আগ্রহে উদ্দীপিত হয়ে সম্মানের চেয়ে তাচ্ছিল্য ও অপমান পেতে প্রীত; আমরা কিন্তু সম্মানের জন্য কতই না উদ্গ্রীব! জীবনের চেয়ে মৃত্যু, ঐশ্বর্যের চেয়ে দরিদ্রতাই ছিল তাঁর কাম্য, বিশ্রামের চেয়ে পরিশ্রমই তিনি বাসনা করতেন। কিন্তু একটা জিনিস ঘৃণা ও অস্বীকার করতেন: ঈশ্বরকে দুঃখ দেওয়া—তাঁর নিজের বেলায় তিনি সব কিছুতেই তাঁর গ্রহণযোগ্য হতে ইচ্ছা করছিলেন।

খ্রীষ্টের প্রেম উপভোগ করা ছিল তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষার শীর্ষস্থান। তেমন মহাসম্পদ উপভোগ করে তিনি সকলের চেয়ে নিজেকেই আনন্দপূর্ণ মনে করতেন। অপর দিকে সেই প্রেমের অভাবে ক্ষমতাশালীরা ও নেতৃজনদের সাহচর্যও তাঁর কাছে শূন্যই ছিল। সেই মহাসম্পদ ছাড়া জগতের মহাব্যক্তি ও প্রভাবশালীদের মধ্যে থাকার চেয়ে তিনি বরং খ্রীষ্টের প্রেম নিয়ে সকলের নিম্নতম, এমনকি একটি বন্দিও হতে প্রীত ছিলেন।

তিনি মনে করছিলেন, সবচেয়ে বড় ও একমাত্র নির্যাতন হবে সেই প্রেম হারিয়ে ফেলা—এটি হবে তাঁর পক্ষে

নরক, একমাত্র দণ্ড, যত নির্যাতনের সবচেয়ে বড় ও অসহ্য নির্যাতন! খ্রীষ্টের প্রেম উপভোগ করা ছিল তাঁর সব: জীবন, জগৎ, স্বর্গীয় অবস্থা, বর্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল ও অন্য যত মঙ্গল। সেই প্রেম ছাড়া তিনি কোন কিছুই সুন্দর ও আনন্দদায়ক গণ্য করতেন না। সেজন্যই তিনি সংসারের সমস্ত বস্তু ম্লান ঘাসেরই মত দেখতেন। সমস্ত রাজা ও এদেশ ওদেশের বিপ্লবও তাঁর কাছে নিঃস্বাদ ছিল। অবশেষে তিনি মনে করছিলেন যে, খ্রীষ্টেরই জন্য বরণ করা মৃত্যু, যন্ত্রণা ও সমস্ত নির্যাতন ঠিক যেন শিশুরই খেলার মত।

শ্লোক ১ তি ১:১৩-১৪; ১ করি ১৫:৯ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর আমাকে দয়া করলেন, কেননা বিশ্বাসের অভাবে অজ্ঞ হয়েই সেইসব করতাম।
উ খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে।
প্র আমি প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি।
উ খ্রীষ্টযীশুতে নিহিত বিশ্বাস ও ভালবাসার সঙ্গে আমাদের প্রভুর অনুগ্রহও অজস্রভাবে উপচে পড়েছে।

বিকল্প **(জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি

নাম-বিনিময়, উপদেশ ১

তিনি আমার মনোনীত পাত্র

পল মণ্ডলীকে আলোড়িত করলেন এজন্য নয়, তা গেঁথে তুললেন বলেই তিনি প্রশংসিত; আবার, তিনি ঐশবাণীর বিরোধিতা করলেন এজন্য নয়, তা প্রচার করলেন বলেই সঙ্কীর্তিত; আরও, প্রেরিতদূতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে মেষপালকে বিক্ষিপ্ত করলেন এজন্য নয়, কিন্তু তিনি পালকে যেখানে বিক্ষিপ্ত করেছিলেন সেখানে আবার একত্র করলেন বলেই তিনি সম্মানিত।

এর চেয়ে চমৎকার কীবা হতে পারত? নেকড়ে মেষপালক হয়ে উঠলেন: যিনি মেষগুলোর রক্ত পান করতেন, তিনি মেষগুলোর পরিত্রাণের জন্য নিজ রক্ত পাত করতে দ্বিধা করেননি। তুমি কি জানতে চাও, তাঁর জিহ্বা কেমন রক্তমাখা ছিল? *ইতিমধ্যে সৌল প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করছিলেন।* তথাপি একথাও শোন, যিনি নিশ্বাসে নিশ্বাসে হুমকি ও হত্যাকাণ্ডের কথা ব্যক্ত করতে করতে পুণ্যজনদের রক্ত পাত করতেন তিনি কেমন করে তাদের জন্য নিজ রক্ত পাত করলেন: *কেবল মানবীয় কারণের জন্যও আমি যদি এফেসসে পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতাম! আমি কিন্তু প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন।* অন্যত্র তিনি আরও বলেন, *আমরা বধ্য মেষেরই মত গণ্য।* তেমন কথা তিনিই উচ্চারণ করছিলেন, যিনি স্তেফানের রক্তপাতের সময়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর হত্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, নেকড়ে কেমন করে মেষপালক হলেন?

তিনি যে আগে ছিলেন নির্যাতক, ঈশ্বরনিন্দুক ও তাঁর অপমানকারী, একথা শুনে তোমরা কি নিজেদের পদস্খলিত মনে করছ? লক্ষ কর, তাঁর আগের আত্মনিন্দা তাঁর প্রশংসার কেমন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে! আগের সমাবেশে আমি তোমাদের একথা বলেছিলাম যে, ক্রুশের পূর্ববর্তী অলৌকিক কাজগুলোর চেয়ে পরবর্তীগুলো অধিক মহান; কথাটা প্রমাণসিদ্ধ করার জন্য আমি শিষ্যদের সাধিত অলৌকিক কাজ ও তাঁদের ভালবাসা দেখিয়েছিলাম। আগে, খ্রীষ্টের আদেশে মৃতেরা নতুন জীবন লাভ করত; পরবর্তীকালে তাঁর দাসেরা তাঁর নামে মহত্তর অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। আমি সেই শত্রুদেরও কথা উল্লেখ করেছিলাম, যাদের মন তিনি সন্ত্রাসিত করতেন; পরবর্তীতে সমগ্র জগৎই তাঁর অধীন হল। সুতরাং ক্রুশের পরবর্তীকালে সাধিত অলৌকিক কাজগুলো আগেকার গুলোর চেয়ে মহত্তর।

এখন, পলে যে অলৌকিক কাজ দেখা দিয়েছে, তার চেয়ে মহত্তর কাজ কী থাকতে পারে? জীবিত থাকতে যিনি পিতর দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছিলেন, একবার তাঁর মৃত্যু হলে পল দ্বারা স্বীকৃত হলেন! অতএব, সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ হল সেই পলেরই কাজ যিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু ও সমাধির পরেই তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। এজন্য

খ্রীষ্ট এমনটি হতে দিলেন, পল আগে সমস্ত হিংসাই দেখাবেন, এবং তারপরেই তাঁকে আহ্বান করলেন, যাতে তাঁর পুনরুত্থানের প্রমাণ ও তাঁর শিক্ষা প্রচার সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারে।

কেননা খ্রীষ্ট যদি পুনরুত্থান না করে থাকতেন, তাহলে সৌলের মত এত হিংসুক ও নির্মম মানুষকে কেইবা নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করত? কেইবা তেমন বিরোধী ও উত্তেজিত মানুষকে নিজের কাছে আকর্ষণ করত? আর খ্রীষ্ট তাঁকে নিজের সঙ্গে কেবল পুনর্মিলিত করেননি, তাঁকে এতই অন্তরঙ্গও করে তুললেন ও নিজের প্রতি এত আসক্তও করলেন যে, সমস্ত মণ্ডলীকে বিস্তার করার দায়িত্বও তাঁকে দিলেন: *জাতিগুলোর ও রাজাদের সাক্ষাতে আমার নামের পক্ষে কৈফিয়ত দেবার উদ্দেশ্যে সে আমার মনোনীত পাত্র।* তাতে যে মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তিনি আগে যুদ্ধ চালাতেন, সেই মণ্ডলীর জন্য অন্য প্রেরিতদূতদের চেয়েও বেশি পরিশ্রম করতে তাঁকে সম্মত করলেন।

শ্লোক শিষ্য ৯:১৫; গা ২:৯ দ্রঃ

প্র প্রেরিতদূত পল, তুমি আমার মনোনীত পাত্র, তুমি সমস্ত জগতে সত্য বাণীর প্রচারক:
উ তোমার দ্বারা সকল জাতির মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানতে পারবে।
প্র তুমি সত্যিই মহান, হে ধন্য পল, হে মনোনীত পাত্র; তুমি সত্যিই গৌরবের যোগ্য:
উ তোমার দ্বারা সকল জাতির মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানতে পারবে।

২৬শে জানুয়ারী

সাধু রবার্ট, আলবারিক ও স্তেফান
সিতোর মঠাধ্যক্ষ

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি **ঈশ্বর-প্রেম, উপদেশ**

ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি যে অন্তরে গ্রহণ করে ও জীবনাচরণে পালন করে, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে

হে প্রভু যীশু, তোমাকে ভালবাসা কতই না মধুর লাগে, আর সেই মাধুর্যের সঙ্গে কতই না শান্তি, ও শান্তির সঙ্গে কতই না নিরাপত্তাও অন্তরে সঞ্চারিত! তোমাকে ভালবাসতে যে সঙ্কল্প নেয়, সে আশাভ্রষ্ট হয় না, কেননা তোমার চেয়ে শ্রেয় ও ফলপ্রসূ এমন কিছু নেই যা ভালবাসার যোগ্য—আর এই আশা কখনও নিঃশেষ হয় না। তোমাকে ভালবাসায় মাত্রা অতিক্রম করব, তেমন ভয় নেই, কেননা সেই ভালবাসায় নির্দিষ্ট কোনও মাত্রা নেই। সেই মৃত্যুকেও ভয় করতে নেই, যে মৃত্যু সংসারের বন্ধুত্ব কেড়ে নেয়, কেননা জীবনের মৃত্যু হতে পারে না। তোমাকে ভালবাসায় তোমাকে কোন প্রকারে অপমান করব, এমন ভয়ও করতে নেই, কেননা কেবল ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা করলে তবে কোনও অপমানের লেশমাত্রও থাকে না। ক্ষুদ্রতম ধরনের কোনও সন্দেহও গোপনে প্রবেশ করে না, কেননা প্রেমিকের বিবেকের সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেই তুমি বিচার কর। এ সেই মাধুর্য যা ভয় দূর করে দেয়। এইখানে সেই শান্তি যা ক্রোধ প্রশমিত করে। এইখানে সেই নিরাপত্তা যা সংসারকে অবজ্ঞা করে।

প্রাণ আমার, এ সমস্ত বিষয় অনুভব করলে, তবে এমন চূর্ণ পাত্রেরই মত হও যে পর্যন্ত নিজেকে ত্যাগ করে ও ঈশ্বরেই সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি কেবল তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে ও মৃত্যুবরণ করতে পার যিনি তোমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন। কেইবা আমাকে এমনটি দেবে, আমি যেন এ পরিত্রাণদায়ী পানীয়ে প্রমত্ত হতে পারি, এ বিস্ময়েই আমার প্রাণ পরিপূর্ণ করতে পারি, এ মাধুর্যপূর্ণ নিদ্রায় নিদ্রাগত হতে পারি, যাতে করে যা যা আমার তার অন্বেষণ আর কখনও না করি, বরং তারই অন্বেষণ করি যা যীশুখ্রীষ্টেরই, ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবেসে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবেসে নিজের স্বার্থ আর নয়, পরের স্বার্থেরই অন্বেষণ করি?

আহা, সর্বগ্রাসী ঐশবাণী, ন্যায়ে জ্বলন্ত ঐশবাণী! আহা, প্রেমের ঐশবাণী, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের ঐশবাণী, মাধুর্যেরই ঐশবাণী! আহা, সর্বগ্রাসী ঐশবাণী, যাঁকে কিছুই এড়াতে অক্ষম! আহা, ঐশবাণী, তুমি যে নিজের মধ্যে সমস্ত

বিধান ও নবীদের একীভূত করে থাক!

তেমন ভালবাসার যে কেইবা অধিকারী, তা স্বয়ং ঐশবাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত: *আমার আজ্ঞাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে যে তা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে।* সুতরাং যে কেউ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি অন্তরে গ্রহণ করে ও জীবনাচরণে পালন করে; যে কেউ সেগুলিকে ওষ্ঠে উচ্চারণ করে ও আচার-ব্যবহারে স্থানান্তর করে; যে কেউ বাণী-শ্রবণেই সেগুলিকে গ্রহণ করে ও কর্ম সাধনেই পালন করে, কিংবা যে কেউ কর্ম সাধনেই সেগুলিকে গ্রহণ করে ও নিষ্ঠাবান হয়ে তা পালন করে, সেই ঈশ্বরকে ভালবাসে। ভালবাসা কাজেই প্রকাশ করা চাই, অন্যথা তাঁর বাণী নিষ্ফল হয়ে থাকে।

তাছাড়া এ কথাও জানা দরকার যে, ঈশ্বর-প্রেম ক্ষণিকের মনোভাবের অনুপাতে নয়, বরং সদিচ্ছা-নিষ্ঠার অনুপাতেই পরিমাণ করা হয়। মানুষের পক্ষে নিজের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গেই মিলিত করা দরকার, যাতে মানব-ইচ্ছা সেই সব বিষয়েরই অনুরূপ হয় যা ঐশইচ্ছা নির্দেশ করে—মানব ইচ্ছা এটা সেটা চাইতে পারবে না, তাই মাত্র ইচ্ছা করবে, যা সে জানে ঈশ্বরও তাই ইচ্ছা করেন। এই তো ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসার অর্থ। কেননা ইচ্ছা নিজেই তো ভালবাসার নামান্তর মাত্র। অতএব ভাল বা মন্দ ইচ্ছার কথা বলতে নেই, ভাল বা মন্দ ভালবাসারই কথা বরং বলতে হবে।

আর যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তো তেমন ইচ্ছা দু'টো জিনিসে প্রকাশ পাবার কথা, তথা কাজে ও দুঃখকষ্ট ভোগে; অর্থাৎ কিনা, ঈশ্বর যা কিছু প্রেরণ করেন বা ঘটতে দেন, মানব-ইচ্ছা সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তা বহন করবে, ও তিনি যা যা আজ্ঞা করেন, মানব-ইচ্ছা ভক্তিভরেই তা পালন করবে। যে কেউ নিজের ইচ্ছা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুরূপ হয়, ঈশ্বর যা যা প্রেরণ করেন যে কেউ সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সহ্য করে, ও তিনি যা আজ্ঞা করেন যে কেউ তা ভক্তিভরে পালন করে, তারই বেলায় বলা যেতে পারে, ঈশ্বরকে সে সমস্ত শক্তি দিয়েই ভালবাসে।

কিন্তু হে প্রভু যীশু, যেহেতু এমন কেউই নেই যে তোমার অনুগ্রহের সহায়তায় ছাড়া নিজ শক্তি দিয়ে ও নিজ পুণ্যকর্মের ফলেও তোমার ইচ্ছার অনুরূপ হতে ও তোমাকে ভালবাসতে সক্ষম, সেজন্য তোমার অনুগ্রহের সহায়তা নিষ্ঠার সঙ্গে অবিরতই যাচনা করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

শ্লোক ১ যোহন ৩:২৪; সিরা ১:৯,১০ দ্রঃ

প্র তাঁর আজ্ঞাগুলি যে পালন করে, সে তাঁর মধ্যে বসবাস করে, তিনিও তার অন্তরে বসবাস করেন।
উ এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।
প্র প্রভু প্রজ্ঞাকে পবিত্র আত্মায়ই সৃষ্টি করে তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন; যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।
উ এতেই আমরা জানতে পারি যে তিনি আমাদের অন্তরে বসবাস করেন: যাঁকে তিনি আমাদের দান করেছেন, সেই আত্মা দ্বারা।

২৭শে জানুয়ারী

সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **সাধু পলের গুণকীর্তন, উপদেশ ২**

আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি

পল কারাবাসে ছিলেন ঠিক যেন স্বর্গেই ছিলেন, ও কশা ও খড়্গের আঘাত তাদেরও চেয়ে স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করছিলেন যারা ক্রীড়াঙ্গনে মালা পায়: তিনি পুরস্কারের তুলনায় কষ্ট কম ভালবাসতেন না, কেননা কষ্ট পুরস্কারই বলে গণ্য করতেন; এজন্য সমস্ত কষ্টকে ঐশঅনুগ্রহদান বলেও ডাকতেন। তবু ভাল করে লক্ষ কর, তিনি কোন্ অর্থেই একথা বলতেন: খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্যে দেহ ত্যাগ করা পুরস্কারই বটে, দেহে থাকাও অবিরত সংগ্রাম বটে, তথাপি খ্রীষ্টের খাতিরে তিনি সংগ্রামের বাসনায় পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা স্থগিত করছিলেন, কেননা

মনে করছিলেন, সংগ্রাম এখনও অধিক প্রয়োজন। খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁর পক্ষে ছিল সংগ্রাম ও কষ্ট, এমনকি সংগ্রাম ও কষ্টের চেয়েও মহত্তরই কিছু ছিল; কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকা এমন প্রকৃত পুরস্কার ছিল যা সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। খ্রীষ্টের খাতিরে পল তাঁর সঙ্গে থাকার চেয়ে তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রীত ছিলেন।

পল যে খ্রীষ্টের খাতিরে এ সমস্ত কিছু মধুরই গণ্য করছিলেন, একথা কেউ অবশ্যই কেমন যেন সন্দেহও করতে পারে; আমি নিজেও স্বীকার করি যে আমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়, কেননা সেই সমস্ত কিছু আমাদের জন্য দুঃখেরই কারণ, কিন্তু তাঁর কাছে ছিল মহা আনন্দেরই উৎস। কিন্তু আমি কেন বিপদ ও কষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি? কারণ তিনি সেসময়ে গভীরতম কষ্টের মধ্যে ছিলেন, আর এজন্যই বললেন: *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?*

এখন আমার অনুরোধ, তেমন মনোবলের উচ্চতম আদর্শ যেন শুধু প্রশংসাই না করি, তার অনুকরণও করি; কেননা কেবল এ শর্তেই আমরা তাঁর জয়ের অংশীদার হতে পারব।

আর যদি এমন কেউ থাকে যে আমার এ কথায় বিস্মিত, অর্থাৎ আমি যে বলেছি, পলের গুণের যারা অংশীদার হবে তারা তাঁর একই পুরস্কারও পাবে তেমন কথা কারও বিস্ময়ের ব্যাপার হলে, তাহলে সে স্বয়ং প্রেরিতদূতের বাণীই শুনুক; তিনি তো বলেছিলেন: *আমি শুভসংগ্রামে সংগ্রাম করেছি, নির্দিষ্ট দৌড়ের গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখেছি। এখন আমার জন্য কেবল সেই ধর্মময়তার মুকুটই বাকি রয়েছে, যা প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিনটিতে আমাকে দেবেন—আমাকে শুধু নয়, সেই সকলকেও দেবেন, যারা তাঁর আবির্ভাবের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা করছে।* তাহলে তুমি কি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ কেমন করে তিনি সকলকেই নিজের গৌরবের সহভাগিতায় আহ্বান করেন? আর যেহেতু সকলের কাছে একই গৌরব-মালা দান করা হয়, সেজন্য এসো, সচেষ্ট থাকি, যেন প্রতিশ্রুত মঙ্গলদান লাভ করার যোগ্য হয়ে উঠি।

উপরন্তু, পলের বিষয়ে কেবল তাঁর গুণাবলির মহত্ত্ব ও উৎকৃষ্টতা বা তাঁর দৃঢ়তম মনোবলের কথাই ধরা উচিত নয়—এ সমস্তের জন্যই তিনি এত উচ্চতম গৌরবে পৌঁছবার যোগ্য হলেন বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর সমস্বরূপের কথাও ধরা উচিত, কেননা তিনি সব কিছুতেই আমাদের মত। তাহলে আমাদের পক্ষে অধিক কঠিন যত ব্যাপারও আমাদের সহজ ও লঘুভার মনে হবে, আর এ স্বল্প কালের মধ্যে তৎপরতা দেখিয়ে আমরা সেই অক্ষয় ও অম্লান জয়মালা লাভ করব আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও দয়া গুণে, যাঁরই গৌরব ও পরাক্রম এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ তি ৬:১১-১২; তীত ২:১ দ্রঃ

প্র হে ঈশ্বরের মানুষ, ধর্মময়তা, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, নিষ্ঠা, কোমলতা, এই সমস্তই হোক তোমার লক্ষ্য।
উ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর, যেন অনন্ত জীবন জয় করতে পার।
প্র যা যথার্থ ধর্মশিক্ষা অনুযায়ী, তা-ই শেখাও।
উ বিশ্বাসের শুভ সংগ্রাম বহন কর, যেন অনন্ত জীবন জয় করতে পার।

একই দিন ২৭শে জানুয়ারী

সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, চিরকুমারী

দ্বিতীয় পাঠ - সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচির আধ্যাত্মিক উইল

এসো, ঈশ্বরের মত আমরাও মধুরভাবেই ব্যবহার করি

যীশুখ্রীষ্টে হে আমার প্রিয়তমা মাতৃগণ ও ভগিনীগণ, অনুগ্রহের সহায়তায় সচেষ্ট থাকুন যাতে নিজেদের অন্তরে এমন উত্তম সঙ্কল্প ও মনোভাব অর্জন ও রক্ষা করতে পারেন, যেন কেবল ঈশ্বরপ্রেমের খাতিরে ও আত্মাদের মঙ্গলের ব্যগ্রতায়ই সঙ্ঘের সেবা ও পরিচালনায় অনুধাবিত হন। আপনাদের সমস্ত কর্ম তেমন দ্বিবিধ ভালবাসায় রোপিত হলে তবে উত্তম ও কল্যাণকর ফল না বহন করে পারবে না। এজন্য আমাদের ত্রাণকর্তা বলেন: *ভাল গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না,* তিনি ঠিক যেন বলেন, ভালবাসায় উদ্দীপিত হলে হৃদয় উত্তম ও

পুণ্য কর্ম ছাড়া অন্য কিছু উৎপন্ন করতে পারে না। আর এজন্য সাধু আগস্তিনও বলছিলেন: 'তুমি ভালবাস, আর যা ইচ্ছে তাই কর,' অর্থাৎ তিনি ঠিক যেন সুস্পষ্টই বলছিলেন, ভালবাসা পাপ করতে অক্ষম।

আমি আপনাদের আবার অনুরোধ করছি, আপনাদের সকল কন্যাকে এক একজনকেই স্মরণ করুন ও মনের মধ্যে ও হৃদয়ে তাদের কথা খোদাই করে রাখুন; তাদের নাম শুধু নয়, তাদের অবস্থা, স্বভাব, পরিস্থিতি ও তাদের সমস্ত বিষয়ও স্মরণে রাখুন। আপনারা জীবন্ত স্নেহে তাদের আলিঙ্গন করলে এ কাজ আপনাদের পক্ষে কঠিন হবেই না।

দেহের দিক থেকে যাঁরা মাতা, তাঁদের হাজার সন্তান যদি থাকত, তাঁরাও অন্তরে তাদের সকলকে এক একজনকেই সম্পূর্ণরূপে স্থিতমূল করে রাখতেন, কেননা এই তো প্রকৃত স্নেহের কর্ম-পদ্ধতি। আর শুধু তা নয়, কেমন যেন মনে হয় যে, সন্তানদের সংখ্যা যতখানি বাড়ে, এক একজনের প্রতি স্নেহ ও যত্ন ততখানি বৃদ্ধি পায়। তবে যাঁরা আধ্যাত্মিক দিক দিয়েই মাতা, মহত্তর কারণেই তাঁরা তা করতে পারেন ও করতে বাধ্য, কেননা দৈহিক স্নেহের চেয়ে আত্মিক স্নেহই যে অতুলনীয়ভাবে গভীরতম তা সন্দেহের অতীত। সুতরাং, হে আমার প্রিয়তমা মাতৃগণ, আপনারা যদি আমাদের এ কন্যাদের জীবন্ত ও গভীরতম স্নেহে স্নেহ করেন, তাহলে তাদের সকলেরই কথা, মনের মধ্যে ও হৃদয়ে ব্যক্তিগতভাবেই ধারণ না করা অসম্ভব হবেই।

নিত্য সচেষ্ট থাকুন যেন স্নেহভরে ও কোমল ও মধুর হাত দ্বারাই তাদের মানুষ করতে পারেন, কঠিন শাসন ও কঠোরতার সঙ্গে নয়; বরং সবকিছুতে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করুন। যীশুখ্রীষ্টের কণ্ঠ শুনুন, তিনি তো বলেন, *আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়;* আর ঈশ্বর সম্বন্ধে একথা লেখা আছে যে, *তিনি উত্তম মঙ্গলময়তার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন।* যীশুখ্রীষ্ট এও বলেন: *আমার জোয়াল মধুর, ও আমার বোঝা লঘুভার।*

এজন্যই আপনারা সমস্ত বিষয়ে যথাসাধ্য কোমলতার সঙ্গেই ব্যবহার করতে সচেষ্ট থাকবেন। এ ব্যাপারেই বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন, যেন বলপ্রয়োগে কোন কিছু কখনও পেতে চেষ্টা না করেন, কেননা ঈশ্বর এক একজনকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন, আর তিনি কাউকেই জোর করে বাধ্য করতে চান না; তিনি কেবল প্রস্তাব উত্থাপনই করেন, আমন্ত্রণ করেন, পরামর্শই দেন। আমি কিন্তু এমন কথা বলছি না যে, ব্যক্তিদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ও ব্যাপারের গুরুত্ব অনুসারে সময় সময় কিছুটা ভর্ৎসনা ও কঠোরতা প্রয়োগ করা উচিত নয়; আমি কেবল এ কথাই বলতে চাই যে, তেমন ব্যবহার করায় স্নেহে ও আত্মাদের কল্যাণের আগ্রহেই আমাদের উদ্দীপিত হওয়া চাই।

শ্লোক এফে ৫:৮-৯; মথি ৫:১৪,১৬

প্র তোমরা প্রভুতে আলো: তাই আলোর সন্তানের মত চল।
উ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।
প্র তোমরা জগতের আলো: তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক।
উ আলোর ফল সব ধরনের মঙ্গলময়তা, ধর্মময়তা ও সত্যে প্রকাশ পায়।

২৮শে জানুয়ারী

আকুইনোর সাধু টমাস, পুরোহিত ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - আকুইনোর সাধু টমাস-লিখিত 'বিশ্বাসোক্তি' **৬ষ্ঠ বক্তৃতা**

ক্রুশে সদ্‌গুণাবলির কোনও আদর্শ অনুপস্থিত নয়

ঈশ্বরের পুত্র আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করবেন, এ কি প্রয়োজন ছিল? হ্যাঁ, খুবই প্রয়োজন ছিল, আর তেমন প্রয়োজনীয়তা দ্বিবিধই বলে সমর্থনযোগ্য: পাপের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয়তা, ও সদাচরণের আদর্শের উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয়তা। তাঁর যন্ত্রণাভোগ সর্বপ্রথমে হল প্রতিকার, কেননা পাপের কারণে আমরা যত অমঙ্গলে

পতিত হতে পারি, তা থেকেই খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ প্রতিকারস্বরূপ। কিন্তু আদর্শ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা সেটার চেয়ে তত গৌণ নয়; কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ আমাদের সমস্ত জীবন সম্পূর্ণরূপেই গঠন করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট।

বাস্তবিকই যে কেউ সিদ্ধপুরুষের মত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তার পক্ষে কেবল এ যথেষ্ট যে, ক্রুশে খ্রীষ্ট যা যা ঘৃণা করেছেন সেও তা ঘৃণা করবে, ও খ্রীষ্ট যা যা বাসনা করেছেন সেও তা বাসনা করবে। কেননা ক্রুশে সদ্‌গুণাবলির কোনও আদর্শ অনুপস্থিত নয়।

তাহলে তুমি ভালবাসার আদর্শের সন্ধান করলে এবাণী স্মরণ কর: *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছু নেই।* ক্রুশে খ্রীষ্ট ঠিক তাই করলেন। সুতরাং তিনি যখন আমাদের জন্য নিজ প্রাণ দিলেন, তখন তাঁর জন্য যে কোন অমঙ্গল সহ্য করা আমাদের পক্ষে তত কঠিন হওয়া উচিত নয়।

তুমি সহিষ্ণুতার সন্ধান করলে সেই ক্রুশেই শ্রেষ্ঠতম একটি আদর্শের সন্ধান পাবে। কেননা সহিষ্ণুতা দু'টো পরিস্থিতিতেই বিশেষভাবে প্রমাণিত: হয় যখন এক ব্যক্তি মহাপরীক্ষা সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করে, না হয় যখন এমন প্রতিকূলতা সহ্য করা হয় যা এড়াতে পারলেও এড়ানো হয় না। কিন্তু ক্রুশে খ্রীষ্ট মহাপরীক্ষা বহন করলেন, আর সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তা বহন করলেন, কেননা *যারা তাঁকে যন্ত্রণা দিত, তিনি ভয় দেখাতেন না তাদের; তিনি ছিলেন জবাইখানায় চালিত মেষশাবকেরই মত, তবু খুললেন না মুখ।* সুতরাং ক্রুশে খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতা সত্যিই মহান: *এসো, আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট দৌড় দৌড়োই। এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যীশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিলেন।*

তুমি বিনম্রতার আদর্শের সন্ধান করলে, ক্রুশে বিদ্ধ সেই ব্যক্তির দিকেই তাকাও: ঈশ্বর পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে চাইলেন। বাধ্যতার আদর্শের সন্ধান করলে, তাহলে যিনি মৃত্যু পর্যন্ত পিতার প্রতি বাধ্য হলেন তাঁরই অনুসরণ কর; *যেমন সেই একজনের, সেই আদমেরই অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।*

তুমি সাংসারিক বস্তুর প্রতি ঘৃণার আদর্শের সন্ধান করলে, তাহলে *সেই রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত,* তাঁরই অনুসরণ কর—সেই ক্রুশে লোকে তাঁকে বিবস্ত্র করে, উপেক্ষা করে, তাঁর গায়ে থুথু ফেলে, তাঁকে আঘাত করে, কাঁটার মুকুট পরায়, আর অবশেষে পিত্তি ও সির্কা পান করায়। তাই তুমি পোশাক ও ধনের প্রতি আসক্ত হয়ো না, কেননা *তারা নিজেদের মধ্যে আমার পোশাক ভাগ করে নিল;* সম্মানের প্রতিও আসক্ত হয়ো না, কেননা তিনি অপমান ও কশারই অভিজ্ঞতা করলেন; পদমর্যাদার প্রতিও আসক্ত হয়ো না, *কেননা তারা একটা কাঁটার মুকুট গেঁথে নিয়ে আমার মাথায় পরিয়ে দিল;* অভিলাষের প্রতিও আসক্ত হয়ো না, *কেননা আমার তৃষ্ণায় পান করার মত ওরা আমাকে দিল সির্কা।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:৭-৮; ৯:১৭

প্র আমি যাচনা করলাম, আর আমাকে সদ্বিবেচনা দেওয়া হল; মিনতি করলাম, আর আমার অন্তরে প্রজ্ঞার আত্মা এল।

উ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম; তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম।

প্র কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক, ঊর্ধ্ব থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে যদি না তার কাছে প্রেরণ করে থাক?

উ সমস্ত রাজদণ্ড ও রাজাসনের চেয়ে আমি প্রজ্ঞাতেই প্রীত হলাম; তার তুলনায় ধনসম্পদ শূন্যতা বলে গণ্য করলাম।

৩১শে জানুয়ারী

সাধু জন বস্কো, পুরোহিত

স্মরণ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু জন বস্কোর পত্রাবলি

এ প্রয়োজন : যীশুর অনুকরণ ও তাঁর ভালবাসার পরিচালনা

আমরা যদি আমাদের ছাত্রদের প্রকৃত মঙ্গলেরই বন্ধু বলে নিজেদের প্রতীয়মান হতে ইচ্ছা করি, ও তাদের কর্তব্য পালন করতে তাদের বাধ্য করতে চাই, তাহলে এ একান্ত প্রয়োজন যে, তোমরা কখনও ভুলবে না যে তোমরাই এ প্রিয় যৌবনের পিতামাতা স্বরূপ, এই যে যৌবন হল আমার কর্মকাণ্ড, আমার অধ্যয়ন, আমার পৌরোহিত্য ও আমাদের সালেসীয় সঙ্ঘের নিত্য কোমল বিষয়বস্তু। সুতরাং তোমরা তোমাদের ছাত্রদের প্রকৃত পিতা হতে হলে তোমাদের পিতৃহৃদয়েরও প্রয়োজন রয়েছে; এও প্রয়োজন রয়েছে, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য কারণে ছাড়া তোমরা কখনও তাদের প্রতিরোধ করবে না, শাস্তিও দেবে না; তাদেরও মত ব্যবহার করবে না, যারা বাধ্য হয়ে ও কেবল কর্তব্যের জোরেই কাজ করে।

প্রিয় সন্তানেরা, কতবারই না আমার সুদীর্ঘ কর্ম-সাধনায় এ মহাসত্য আমাকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করতে হল! ধৈর্য ধরার চেয়ে রাগ করা সহজই বটে; কিশরকে যুক্তি দেখানোর চেয়ে তাকে হুমকি দেওয়াও সহজ; এমনকি আমি এ কথাও বলতাম যে, যারা অবাধ্য, দৃঢ়তা ও মঙ্গলভাবের সঙ্গে তাদের সহ্য করে সংস্কার করার চেয়ে তাদের শাস্তি দেওয়াই আমাদের অধৈর্য ও গর্বের পক্ষে অতি আরামদায়ক। যে ভালবাসা বিষয়ে আমি তোমাদের চেতনা দিচ্ছি, তা হল সেই ভালবাসা যা সাধু পল তাদের প্রতি দেখাতেন যারা সম্প্রতিই মাত্র প্রভুর ধর্মবিশ্বাসে যোগ দিয়েছিল; তাঁর সদাগ্রহের প্রতি তাদের তত বাধ্য বা নিজের অনুরূপ না দেখে তিনি বারবার চোখের জল ফেলে তাদের মিনতি করতেন।

শাস্তি দেওয়ার সময়ে শান্তভাব বজায় রাখা প্রায়ই অসম্ভব; অথচ শান্ত ভাব অধিক প্রয়োজন যাতে এমন সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয় যে, আমাদের আচরণ নিজেদের কর্তৃত্ব দেখাবার জন্য প্রণোদিত নয়, নিজেদের ভাবাবেগ মুক্ত করার জন্যও প্রণোদিত নয়।

সুতরাং এসো, যাদের উপর কোন প্রকার কর্তৃত্বের অনুশীলন করা কর্তব্য, তাদের আপন সন্তানেরই মত গণ্য করি। এসো, কেমন যেন তাদের সেবায়ই নিজেদের নিয়োগ করি, ঠিক যেভাবে সেই যীশু করছিলেন যিনি আদেশ করতে নয় বাধ্য হতেই এসেছিলেন; এবং আমাদের অন্তরে যা কিছু শাসনকর্তারই ভাব ব্যক্ত করতে পারে, তার জন্য লজ্জাবোধ করি; আর যখন তাদের শাসন করি, তখন তা যেন অধিক সদিচ্ছার সঙ্গে তাদের সেবা করার জন্যই তা করি। যীশু নিজ শিষ্যদের প্রতি ঠিক তেমনিই ব্যবহার করতেন: তাঁদের অজ্ঞতা, রুষ্টতা ও নূনতম বিশ্বস্ততায় তাঁদের সহ্য করতেন; পাপীদের প্রতিও তিনি এমন হৃদ্যতা ও সহৃদয়তার মনোভাব দেখাতেন যে কারও কারও মন মুগ্ধ হয়ে যেত, কারও কারও মন আবার স্খলিতও হত, আবার অনেকের মনে ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার পুণ্য আশা জাগত। আর এজন্য তিনি আমাদের বললেন, কোমল ও নম্র হৃদয় হবার জন্য আমরা যেন তাঁরই কাছে শিক্ষা নিই।

যেহেতু তারা আমাদের সন্তান, সেজন্য এসো, তাদের ভুলত্রুটি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্ত ক্রোধ দূর করে দিই, বা কমপক্ষে ক্রোধ এমন উপযুক্ত মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখি যাতে সম্পূর্ণরূপে দমিতই মনে হতে পারে। মনে যেন কোন অস্থিরতা না থাকে, চোখে অবজ্ঞা না থাকে, ওষ্ঠে কটুবাক্য না থাকে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যেন করুণাই অনুভব কর, ও ভবিষ্যতের জন্য প্রত্যাশাই রাখ; তবেই তোমরা প্রকৃত পিতা হবে ও তোমাদের সংশোধন যথার্থই হবে।

এমন গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দেয়, যখন কথার ঝড়ের চেয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও তাঁর প্রতি বিনম্রতা বজায় রাখাই অধিক উপকারী; কেননা উত্তপ্ত কথা এক দিকে শ্রোতার অন্তরে অমঙ্গল ছাড়া কিছুই সাধন করে না, অপর দিকে দোষী ব্যক্তির অন্তরেও কোনও কল্যাণ সাধন করে না।

একথা স্মরণে রাখ যে, চরিত্রগঠন হল হৃদয়েরই ব্যাপার, ও তার আসল মালিক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর; আর আমরা কোন কাজে কৃতকার্য হতাম না যদি না ঈশ্বর তেমন শিল্পের শিক্ষা দিতেন ও আমাদের হাতে চাবিকাঠি না রাখতেন।

এসো, ছাত্রদের ভালবাসার পাত্র হতে, ছাত্রদের অন্তরে কর্তব্য-নিষ্ঠা ও ঈশ্বরভীতির মনোভাব সঞ্চার করতে সচেষ্ট থাকি; তবেই আমরা দেখতে পাব, বহু হৃদয়দুয়ার অধিক সহজেই উন্মীলিত হয়ে আমাদের সঙ্গে তাঁরই প্রশংসা ও বন্দনাগান করতে যোগ দেবে, যিনি সবকিছুতে—কিন্তু বিশেষভাবে যৌবন-গঠন ক্ষেত্রে—আমাদের আদর্শ, আমাদের পথ ও আমাদের দৃষ্টান্ত হতে চাইলেন।

শ্লোক মার্ক ১০:১৩,১৪; মথি ১৮:৫ দ্রঃ

℣ লোকে শিশুদের যীশুর কাছে আনত তিনি যেন তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু শিষ্যেরা তাদের ভর্ৎসনা করছিলেন। তখন যীশু বললেন: শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিয়ো না:

℟ কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।

℣ যে কেউ এর মত একটিমাত্র শিশুকেও আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে:

℟ কেননা যারা এদের মত, ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই।